CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-209 ■ 20 April, 2026 ■ আগরতলা ২০ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ১৬ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

কাল বৈশাখী ও টানা বর্ষণ

আগরতলা-খোয়াই জাতীয় সড়কের বেহাল দশা, ড্রজারে গাড়ি পারাপার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ।। টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত আগরতলা-খোয়াই জাতীয় সড়ক। সড়কের একাধিক অংশে জল জমে ও কাদায় পরিণত হওয়ায় স্বাভাবিক যান চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনের তরফে ড্রজারের সাহায্যে যানবাহন পারাপার করানো হচ্ছে।

জানা গেছে, সড়কের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে এবং বৃষ্টির জলে তা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। ফলে ছোট-বড় সব ধরনের যানবাহন চলাচলে চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে পণ্যবাহী ট্রাক ও যাত্রীবাহী গাড়িগুলি দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়ে রয়েছে। এদিন সকালে থেকেই সড়কের দুই প্রান্তে কয়েকশো যানবাহন আটকে পড়ে। যাত্রীদের মধ্যে চরম ভোগান্তি দেখা যায়। অনেকেই ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় আটকে থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এক যাত্রীর কথায়, ঘন্টার পর ঘন্টা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, না আছে খাবারের ব্যবস্থা, না কোনো আশ্রয় পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির গুরুত্ব স্বীকার করে জানানো হয়েছে, জরুরি ভিত্তিতে যান চলাচল স্বাভাবিক করতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে এই ঘটনা আবারও সামনে আনল ত্রিপুরার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলির ভঙ্গুর অবস্থা, যেখানে মাঝারি বৃষ্টিতেই যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আসন্ন বর্ষা মরশুমের আগে রাজ্যের প্রস্তুতি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই অবকাঠামো গড়ে তোলার দাবি জোরদার হচ্ছে বিভিন্ন মহলে। আপাতত আগরতলা-খোয়াই সড়কই রাজ্যের দুর্বল পরিকাঠামোর এক স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বাধীনতার পর রেকর্ড ভোটের হার

বঙ্গে দ্বিতীয় দফায় ৯১ শতাংশ ভোটদান

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ও শেষ দফায় বুধবার ২৯ এপ্রিল রেকর্ড ৯১.৪১ শতাংশ ভোটদান হয়েছে। বিচ্ছিন্ন অশান্তি ও হিংসার ঘটনা ঘটলেও সামগ্রিকভাবে ভোটগ্রহণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, দুই দফা মিলিয়ে মোট ভোটদানের হার দাঁড়িয়েছে ৯২.৪২ শতাংশ, যা স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের যেকোনও বিধানসভা নির্বাচনে সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় দফায় দক্ষিণবঙ্গের সাতটি জেলার মোট ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়। এর মধ্যে গ্রামীণ অধ্যুষিত পূর্ব বর্ধমান জেলায় সর্বোচ্চ ৯৩.৩৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। এছাড়াও হুগলি (৯১.৪১), দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৯১.৫), উত্তর ২৪ পরগনা (৯১.৩৯) এবং নদিয়া (৯১.৩৫) জেলায় উচ্চ ভোটদানের হার লক্ষ্য করা গেছে। অন্যদিকে, সর্বনিম্ন ভোটদান হয়েছে কলকাতা (দক্ষিণ) প্রশাসনিক জেলায়, যেখানে ৮৭.২৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। কলকাতা (উত্তর) জেলায় ভোটদানের হার ছিল ৮৮.৯১ শতাংশ এবং হাওড়ায় ৯০.৯৩ শতাংশ। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, চূড়ান্ত পরিসংখ্যান এখনও প্রকাশিত হয়নি, ফলে এই হার আরও কিছুটা বাড়তে পারে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দুই দফায় রেকর্ড সংখ্যক ভোটদানের জন্য রাজ্যের সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানালেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। বুধবার সন্ধ্যায় তিনি এক বিবৃতিতে এই শুভেচ্ছা জানান।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

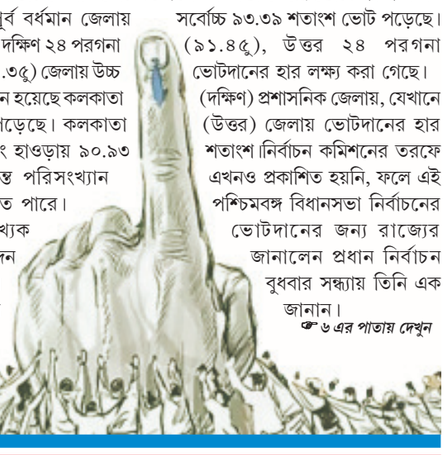

রাজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ৪১৯১টি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ।। গত ২৮ এপ্রিলের কালবৈশাখী ঝড় ও ভারী বৃষ্টিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে। দুর্যোগের জেরে বহু বাড়িঘর, স্কুল ভবন ও বিদ্যুৎ পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে মোট ৪১৯১টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এর মধ্যে ১৯৫টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে, ৫৪৭টি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ৩৪৪৯টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। ঝড়-বৃষ্টির প্রভাবে গোটা রাজ্যে মোট ১৫৬টি বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ২০টি বিদ্যালয়ের ঘর সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বাকি ১৩৬টি ঘর আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারি সূত্রে আরও জানা গেছে, এই দুর্যোগে লংতরাইভ্যালি এলাকায় এক ব্যক্তির মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এছাড়াও অন্তত দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই ৬৬.৪৪৫ লক্ষ টাকার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের প্রাথমিক ক্ষতি প্রায় ৬ কোটি ঃ নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ।। প্রকৃতির নির্মম আঘাতে বিপর্যস্ত গোটা রাজ্য। গত দুদিনের প্রবল ঝড় ও ভারী বৃষ্টিতে শুধু গাছপালা উপড়ে পড়েনি, কার্যত বিপর্যস্ত হয়েছে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর বড় অংশ। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের (টিএসইসিএল) প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট বলছে, রাজ্যের আটটি জেলায় মোট ১, ৬৬৫টি বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে পড়েছে, ৭৪৫.৯৯ কিলোমিটার বিদ্যুৎ পরিবাহী কন্ডাক্টর ছিঁড়ে গিয়েছে এবং ১০৩টি ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৫ কোটি ৫৯ লক্ষ ২৪ হাজার ৫০০ টাকা।

দক্ষিণ ত্রিপুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। ৪৯৪টি পোল, ৯৬ কিলোমিটার তার এবং ১২টি ট্রান্সফর্মার নষ্ট হয়েছে। বিলোনিয়া, শান্তিরবাজার, সাব্রুম সর্বত্র ঝড়ের ক্ষতচিহ্ন স্পষ্ট। সিপাহিজলায় ২৬৮টি পোল, ৬১.৭৩ কিলোমিটার তার ও ১৫টি ট্রান্সফর্মার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খোয়াইয়ে ২০৫টি পোল, গোমতীতে ১২৯টি পোল ও সর্বোচ্চ ১৯টি ট্রান্সফর্মার নষ্ট হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরায় ১৭৩টি পোল, উনকোটিতে ৫১টি, ধলাইয়ে ৮৫টি পোল ভেঙেছে। পশ্চিম ত্রিপুরা তথা আগরতলা-কেন্দ্রিক এলাকায় ২৬০টি পোল এবং ১৮৩.৯ কিলোমিটার তার ছিঁড়ে যাওয়ায় ক্ষতির বহর সবচেয়ে বড় আকার নিয়েছে। কিন্তু মধ্যেই নিগম বিদ্যুৎ পরিষেবা কে স্বাভাবিক করার জন্য লড়াই জারি রেখেছেন। কোথাও ঝড় থামার আগেই বিদ্যুতের তার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৫ দিনের ভারী বৃষ্টি, লাল সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ।। আগামী পাঁচ দিন জুড়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কতা অনুযায়ী, একাধিক জেলায় ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে। পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়ো হাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

আবহাওয়া দফতর থেকে জানানো হয়েছে, আগামীকাল খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহিজলা, গোমতী ও দক্ষিণ জেলায় এক বা দুই স্থানে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। অন্যান্য জেলাগুলিতেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ ৫০-৬০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।

তাছাড়া, ১ মে পশ্চিম ও সিপাহিজলা জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। অন্যান্য জেলায়ও একই ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে। সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ৫০-৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস। ২ মে সিপাহিজলা ও দক্ষিণ জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। অন্যান্য জেলায় ভারী বৃষ্টি (৭-১১ সেমি) হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ ৪০-৫০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।

তেমনি, ৩ মে সিপাহিজলা ও দক্ষিণ জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে। অন্যান্য জেলায় ভারী বৃষ্টির

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাইয়ের সঙ্গে খেলতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৯ এপ্রিল ।। চড়িলাম ব্লকের বাঁশতলী ভিলেজের রামদাস পাড়ায় পুকুরের জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হল আড়াই বছরের এক শিশুর। মৃত শিশুর নাম আরিশা দেববর্মা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বাড়ির সামনে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে খেলছিল ছোট্ট আরিশা। খেলাধুলার মাঝেই সকলের অলক্ষে সে বাড়ির পাশের পুকুরের জলে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জে বধূর রহস্য মৃত্যু, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২৯ এপ্রিল ।। বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন রামদাস পাড়া এলাকায় এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত গৃহবধূর নাম খুম্পুই দেববর্মা (২৬)। তাঁর স্বামীর নাম মঙ্গল দেববর্মা, পেশায় তিনি একজন অটোচালক। তাঁদের একটি শিশু সন্তান রয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার দিন খুম্পুই দেববর্মা স্বামীকে জানান যে তাঁর শরীর ভালো লাগছে না। এরপর স্বামী মঙ্গল দেববর্মা নিজেই রান্না করে স্ত্রীকে খাওয়াদাওয়া করিয়ে অটো নিয়ে কাজে বেরিয়ে যান। খাওয়াদাওয়ার পর খুম্পুই তাঁর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুথ ফেরত সমীক্ষা

বড় চমকের ইঙ্গিত

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ।। সদ্য সমাপ্ত চার রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনে বড় ধরনের চমক অপেক্ষা করছে, বুথ ফেরত সমীক্ষায় এমনটাই ইঙ্গিত মিলেছে। কিছু রাজ্যে শাসন পরিবর্তনের সম্ভাবনা যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি কোথাও জোটের একতরফা জয়ের পূর্বাভাস মিলেছে। তামিলনাড়ুর দীর্ঘদিনের দ্বিদলীয় রাজনীতিতে বড় ধাক্কার ইঙ্গিত মিলেছে। অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয়-এর দল টিভিকে (তামিলগা ভেত্রি কাজাগাম) বড় চমক দেখাতে পারে বলে জানিয়েছে বুথ ফেরত সমীক্ষা।

২৩৪ আসনের বিধানসভায় টিভিকে পেতে পারে ৯৮ থেকে ১২০টি আসন, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১১৮। ভোটের হারও প্রায় ৩৫ শতাংশ হতে পারে। শাসক ডিএমকে পেতে পারে ৯২ থেকে ১১০টি আসন। অন্যদিকে এআইএডিএমকে-বিজেপি জোট সীমিত হয়ে যেতে পারে ২২-২৩টি আসনে।

সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রথমবার ভোটারদের ৬৮ শতাংশই টিভিকে-র পক্ষে ভোট দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী পদে সবচেয়ে পছন্দের তালিকায় রয়েছেন বিজয় (৩৭), এরপরেই রয়েছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন (৩৫)।

১২৬ আসনের অসম বিধানসভায় এনডিএ জোটের বড় জয়ের সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে এনডিএস পেতে পারে ৮৮ থেকে ১০০টি আসন, যার মধ্যে বিজেপি একাই পেতে পারে ৭০-৮০টি আসন।

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট পেতে পারে ২৪ থেকে ৩৬টি আসন। ভোটের হার এনডিএ-র ক্ষেত্রে প্রায় ৪৮ শতাংশ হতে পারে।

কেরলে দীর্ঘদিনের শাসক এলডিএফ-র সামনে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। এক্সিট পোল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিপর্যয়ে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে জোর মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ।। বিপর্যয়ের সময়ে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমন্বিত পদক্ষেপ ও দ্রুত ত্রাণ ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যের সমস্ত জেলার জেলাশাসকগণ যথাযথভাবে কাজ করছেন। বিপর্যয় মোকাবিলায় সকলকে আরো সতর্ক থাকতে হবে। আজ আগরতলায় টিআইএফটির কনফারেন্স হলে রাজ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে আয়োজিত পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

সংবাদ মাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, গত কয়েক দিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে। গতকাল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবসরপ্রাপ্ত হোমগার্ডদের ভাতা বৃদ্ধির দাবি, মহা নির্দেশকের দ্বারস্থ প্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ।। দীর্ঘ বছর পুলিশের সঙ্গে কাজ করার পরও বর্তমানে চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত হোমগার্ডরা। বর্তমানে তারা মাসিক মাত্র ২,৫০০ টাকা ভাতা পান বলে অভিযোগ। এই সামান্য ভাতায় সংসার চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে বলে দাবি তাদের।

এই পরিস্থিতিতে বুধবার অবসরপ্রাপ্ত হোমগার্ডদের একটি প্রতিনিধি দল পুলিশ মহা নির্দেশকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে তারা বর্তমান ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে অন্তত ১০,০০০ টাকা করার দাবি জানান। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জানান, দীর্ঘ সময় ধরে পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করলেও অবসরের পর তারা পর্যাপ্ত আর্থিক নিরাপত্তা পাচ্ছেন না। ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে ২,৫০০ টাকা ভাতায় ওষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। তাদের দাবি, সরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করে দ্রুত ভাতা বৃদ্ধি করুক। এদিন পুলিশ মহা নির্দেশকের কাছে স্মারকলিপিও প্রদান করেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

CMYK

Page 1.pmd 1 30-04-2026, 00:37

জাগরণ আগরতলা, ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
১৬ বৈশাখ,বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

অপ্রতিশ্রুত জলে প্রাণের ঝুঁকি

বিশুদ্ধ জলের অভাবেই বহু মানুষ পেটের রোগে ভোগেন। সেই সঙ্গে রহিয়াছে জলবাহিত অন্যান্য রোগের সমস্যা। আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া উঠিয়াছে পানীয় জলের ব্যবসা। জারের জল খাওয়া বহু মানুষের ফ্যাশন। পরিষ্কার জল হিসাবে এগুলি সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়।পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব পূরণে সরকার মন দিলে মানুষ উপকৃত হইবেন। প্রত্যেক মানুষের কাছে যাহাতে পরিষ্কার ও পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছাইতে পারে, সেটা সরকারকেই নিশ্চিত করিতে হইবে। কারণ, মানুষের সুস্থ ও ভাল থাকিবার জন্য সেটা জরুরি। ত্রিপুরা একটি পাহাড় ঘেরা পার্বত্য রাজ্য। শুখা মরশুমে এই রাজ্যে পানীয় জলের সংকট প্রতি বছরের চরম আকার ধারণ করে। শুধু পাহাড়ি এলাকাতেই নয় সমতল এবং শহর এলাকাতেও পানীয় জলের সংকট রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুত পানীয় জল প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও সেইগুলির সঠিক বাস্তবায়ন নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। পাহাড় বেষ্টিত রাজ্যকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিয়া থাকে। সেই টাকার সঠিক বাস্তবায়ন হইলে সমস্যা এতটা জটিল আকার ধারণ করিত না। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য জাহাজের উপর দায়িত্ব অর্পিত রয়ে আছে তাহাদের দুর্নীতি এবং কর্তব্য জ্ঞান হীনতার কারণেই ত্রিপুরার পানীয় জলের সমস্যা এখনো বহাল রহিয়াছে। পাহাড়ি এলাকায় পানীয় জলের উৎস সন্ধানের জন্য প্রতিবছর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলেও তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার সঠিক পদক্ষেপ নাই। পানীয় জলের উৎস গুলি বিকল হইয়া পড়িবে সঠিক সময়ে সেগুলোকে মেরামতি করিবার কিংবা তদারকি করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। পাহাড়ি অঞ্চলের যেসব স্থানে এখনো পরিশ্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা যায় নাই ওইসব এলাকার মানুষ ছড়া নালা ইত্যাদির অপরিশ্রুত জল পান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইতে বাধ্য হইতেছেন। আর ওই সব অপ প্রতিশ্রুত পানীয় জল পান করিয়া বিশেষ করিয়া গিরিবাসীরা নানা জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। বিষয়টি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। এদিকে শহর ও সমতল এলাকার অনেকেই বর্তমানে যার বা বোতলজাত পানীয় ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছেন। জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এটি রীতিমতো ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকের ছাতার মত জল উৎপাদনকারী বিভিন্ন কোম্পানি গড়িয়া উঠিয়াছে। খোঁজখবর নিলে দেখা যায় কিছু কিছু জল উৎপাদনকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন নাই। তাহারা বেআইনিভাবে নিয়ম নীতি না মানিয়া জল বোতলজাত এবং জারজাতকরিয়া বাজারজাত করিতেছে। এইসব জলের গুণগত মান কতটা সঠিক তাহা যথাসময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার তেমন কোনো তৎপরতা প্রশাসনের তরফ হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে না। কালে ভদ্রে দপ্তরের অস্তিত্বের প্রমাণ জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার জন্য বিভিন্ন জল উৎপাদনকারী সংস্থায় হানা দেওয়া হইতেছে। এই ধরনের নামকা ওয়াস্তে হানাদারি বাস্তব সমস্যা সমাধানে কোনদিনই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া ওঠা অবৈধ জল উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় সমতল এবং পাহাড়ে অপ্রতিশ্রুত পানীয় জলে জলবাহিত রোগের পরিমাণ আরো বাড়িয়া যাইবে। আর এজন্য প্রশাসনকেই দায়ী থাকিতে হইবে।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত বিশালগড় মহকুমা, ২৪ ঘণ্টা খোলা কন্ট্রোল রুম

বিশালগড়, ২৯ এপ্রিল: রাজ্যের অন্যান্য এলাকার মতো কালবৈশাখীর ঝড় ও প্রবল বর্ষণে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে বিশালগড় মহকুমার বিভিন্ন এলাকা। সাম্প্রতিক ঝড়-বৃষ্টিতে বহু ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিঁড়ে পড়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবাও ব্যাহত হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ইতিমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় প্রশাসনের টিম পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে এবং দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজ চলছে।

এদিকে, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয় সওয়াল সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে জরুরি বার্তা দিয়েছেন। তিনি জানান, ঝড়-বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত যেকোনও সমস্যায় পড়লে নাগরিকরা জেলা প্রশাসনের কন্টোল রুমের ৭৬৩০৯৫৩৯০৯ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারবেন। ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশাসনের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

জেলাশাসক আরও জানান, নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনের কন্টোল রুম ২৪ ঘণ্টাই খোলা রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

কৈলাসহরে প্রাক্তন সৈনিক লীগের নতুন কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন

কৈলাসহর, ২৯ এপ্রিল: কৈলাসহর শহরে প্রাক্তন সৈনিক লীগের নতুন কার্যালয়ের শুভ সূচনা হলো বুধবার সকালে। আরজিএফ হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন অফিস ঘরটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপারসন চপলা রানী দেবরায়। তিনি ফিতা কেটে নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন এবং সংগঠনের নতুন পথচলার সূচনা ঘোষণা করেন। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে কৈলাসহর সেন্ট্রাল রোড এলাকায় প্রাক্তন সৈনিক লীগের পুরনো অফিসটি পরিচালিত হয়ে আসছিল। তবে সম্প্রতি ওই এলাকায় কভার ড্রেন নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় পুরনো অফিস ঘরটি ভেঙে ফেলা হয়। এরপর আরজিএফ হাসপাতালের নিকটবর্তী একটি ভবনের দ্বিতীয় তলায় সংগঠনের জন্য নতুন কার্যালয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর কাকলি ধর, সংগঠনের প্রাক্তন সৈনিক সদস্যরা এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, নতুন এই কার্যালয় চালু হওয়ার ফলে প্রাক্তন সৈনিকদের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা আরও সহজ ও গতিশীল হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এই অফিসটি প্রাক্তন সৈনিকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, সামাজিক উদ্যোগ ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে বলেও মত প্রকাশ করেন উপস্থিত অতিথিরা।

অর্থনীতিতে কমলা রঙের ছোঁয়া আদিবাসী শিল্পকলা, হস্তশিল্প এবং জীবিকা

মণিপুরের উখরুল জেলার লংপি গ্রামে প্রাপ্ত মাটি ও সার্পেন্টিনাইট পাথর দিয়ে হাতে তৈরি হাঁড়ি-পাতিল বানিয়ে ওরশাংখাইয়ার নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ করেন। স্থানীয় তাংখুল নাগা আদিবাসীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, দেবী পন্থোইবির আশীর্বাদপুষ্ট এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পটি আজ তাদের আয়ের প্রধান উৎস এবং এই ছোট্ট গ্রামটিকে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে দিয়েছে। একইভাবে, তামিলনাড়ুর উদাগামান্ডলাম জেলার পাগলকোডমান্ধ নামক ছোট্ট গ্রামে বসবাসকারীনর্থিকুট্টান, নীলগিরির সবুজ অরণ্যে বসবাসকারীতোদা আদিবাসী গোষ্ঠীর ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী সূচিকর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। জিআইট্যাগযুক্ত এই শিল্পটি প্রকৃতি ও সামাজিক বন্ধনকে উদযাপন করে এবং এটিকে টেবিল ম্যাট, রানার, জ্যাকেট ইত্যাদিতে অত্যন্ত নান্দনিকভাবে স্থাপন করে সমসাময়িক ব্যবহারে জনপ্রিয় করা হয়েছে। খাইয়ার এবং কুট্টানউভয়েই তাদের ঐতিহ্যবাহীউপজাতীয় শিল্পকলার এক উন্নত রূপ চর্চা করে বছরে প্রায় ৬-৮ লক্ষ টাকা আয় করেন।

আদিবাসীদের জীবনযাত্রা দীর্ঘকাল ধরে জ্ঞানভিত্তিক এবং ঐতিহ্যবাহী অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল, যেখানে কারুশিল্প, ঐতিহ্য, বস্ত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, গল্প বলা এবং ভাষার মধ্যে সৃজনশীলতা নিহিত রয়েছে। এগুলো নিছক পণ্য বা পরিষেবা নয়, বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সঞ্চারিত জ্ঞানের এক জীবন্ত ঐতিহ্য। আদিবাসী সম্প্রদায়ের সৃজনশীল সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে, যা ঐতিহ্যের প্রতি সংবেদনশীল থেকে টেকসই উপায়ে কাজে লাগালে ‘অরেঞ্জইকোনমি’কে চালিত করতে পারে এবং তাদের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে আয়বর্ধক কার্যক্রম তৈরি করতে পারে।

সৃজনশীল অর্থনীতি বোঝাতে বহুল ব্যবহৃত ‘অরেঞ্জইকোনমি’, ইউএনসিটিএডি (জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন)-এর হিসাব অনুযায়ী ২ ট্রিলিয়ন থেকে ২.২৫ ট্রিলিয়ন ডলারের মধ্যে, যা বৈশ্বিক জিডিপির প্রায় ৩.১ শতাংশ। ভারতে, তাঁত ও হস্তশিল্প খাতের জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকলেও, আদিবাসী কারুশিল্প এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কিত তথ্য অপ্রতুল। তবে, এর কৌশলগততাৎপর্য দ্ব্যর্থহীন: যদি প্রামাণিকতা, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে স্থাপন করা হয়, তবে আদিবাসী শিল্প ও কারুশিল্প সেই অল্প কয়েকটি গ্রামীণ জীবনযাত্রার মধ্যে অন্যতম যা সরাসরি বৈশ্বিক সৃজনশীল পণ্যের চাহিদার সাথে যুক্ত হতে পারে।

ভারতের তফসিলি উপজাতি জনসংখ্যা আনুমানিক ১০৪ মিলিয়ন এবং এটি মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৬ শতাংশ । প্রায় ৭০০টি স্বতন্ত্র উপজাতি সম্প্রদায় বিভিন্ন পরিবেশগত অঞ্চলেযেমন বনভূমি, পাহাড়, সমভূমি এবং সীমান্ত অঞ্চলেছড়িয়ে আছে। এই বৈচিত্র্যের সাথে সরাসরি অর্থনৈতিক সংযোগ রয়েছে। এটি পরিবেশ অনুযায়ী কারুশিল্পের বিশেষীকরণের ইঙ্গিত দেয়, যেমন বনভূমি অঞ্চলে বাঁশ ও বেত, খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলে ধাতু ও কাদামাটি এবং বয়নকরিডোরেবস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্য। ফলস্বরূপ, ভারতের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে একটি একক ‘উপজাতীয় কারুশিল্প খাত’-এর পরিবর্তে ‘বহুবিধ অর্থনীতি’-র বাস্তবতা বিদ্যমান। তাই, নীতি প্রণয়নকে অবশ্যই অঞ্চলভিত্তিক হতে হবে, ‘একই কারুশিল্প প্রকল্প সবার জন্য প্রযোজ্য’ এমন নীতি গ্রহণ করা যাবে না এবং কাঁচামালের সীমাবদ্ধতা, নকশা ও গুণগত মানের সমস্যা এবং বাজার সংযোগের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। বর্তমানে, উপজাতীয় শিল্প/ কারুশিল্পের জীবিকা নির্বাহের বাস্তুতন্ত্রটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের পরস্পরবিরোধী দায়িত্বের দ্বারা গঠিত। উপজাতি বিষয়কমন্ত্রণালয় হলো এর মূল ভিত্তি এবং এটি প্রবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য অবকাঠামোর উন্নয়নে কাজ করে। এছাড়াও এটি ট্রাইফেড (ট্রাইবাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড)-এর মাধ্যমে বাজার সংযোগ প্রদান করে, যা একটি প্রধান বাজার পরিচালক হিসেবে কাজ করে। ট্রাইফেড (টি আর আই এফ ইডি) বন ধন বিকাশ কেন্দ্র (ভিডিভিকে)-কে সহায়তা করে, যা সংগ্রহ ও মূল্য সংযোজনের জন্য তৃণমূল স্তরের ইউনিট। এটি ট্রাইবসইন্ডিয়াআউটলেট এবং আদি মহোৎসব/ হাটের মাধ্যমে খুচরা বিপণন করে উৎপাদকদের ক্রেতা ও প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারদের সাথে সংযুক্ত করে। বস্ত্র মন্ত্রণালয় জাতীয় তাঁত উন্নয়ন কর্মসূচি (এনএইতডিপি)-র মাধ্যমে হস্তশিল্পকে উৎসাহিত করে এবং ব্যাপক তাঁত/ হস্তশিল্প ক্লাস্টারউন্নয়ন প্রকল্প (সিএইচসিডিপিএস)-এর মাধ্যমে ক্লাস্টার পরিকাঠামো তৈরি করে ও কারিগরদের একটি ডেটাবেস রক্ষণাবেক্ষণ করে। এমএসএমই (এমএসএমই) মন্ত্রণালয়ঐতিহ্যবাহী শিল্প পুনরুজ্জীবন তহবিল প্রকল্প (এসএফইউআরটিআইজ্জ)-এর মাধ্যমে ক্লাস্টারপুনরুজ্জীবন এবং বাজারজাতকরণে সহায়তা করে, যা সরবরাহ-চালিত মডেল থেকে বাজার-চালিত মডেলেসুস্পষ্টভাবে স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং একটি মাধ্যম হিসেবে ই-কমার্সের উপর জোর দিচ্ছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, গ্রামীণ জীবিকার মূল্য- শৃঙ্খল চ্যালেঞ্জেরসম্মুখীন, কারণ এগুলো দুর্বল, কারিগররা সরাসরি বাজারের সাথে যুক্ত নন এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর ব্যাপকভাবেনির্ভরশীল। এই কারণগুলো লাভের পরিমাণ কমিয়ে দেয় এবং দুর্বল গুদামজাতকরণ ও একত্রীকরণ উৎপাদনব্যয় হ্রাসে বাধা সৃষ্টি করে। যদি আমরা কারিগর পরিবারগুলোর স্তর পর্যন্ত আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহলে যে চিত্রটি দৃশ্যমান হয় তা হলো একটি মিশ্র অর্থনীতি। কারিগররা হস্তশিল্পকে সম্পূরক বা খণ্ডকালীন কর্মসংস্থান হিসেবে দেখেন, বিশেষ করে যেখানে কৃষি মৌসুমি অথবা পরিবারের চাহিদা মেটাতে অপর্যাপ্ত। এই পরিস্থিতিতে, দুর্বল ঋণযোগ্যতা ও উদ্যোগ উন্নয়নের অভাব, বিপণন সংযোগের অভাব এবং ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীলতাআয়ের ধারাকে অনিয়মিত করে তোলে।

তবে, কম পুঁজিতেবাড়িতে হস্তশিল্প তৈরি করা সম্ভব, যা থেকে উচ্চ মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা থাকে। হস্তশিল্পের হস্তক্ষেপ প্রায়শই নারীদের কর্মসংস্থান, আয় এবং দর কষাকষির ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মোটামুটি হিসাব অনুযায়ী, হস্তচালিত তাঁত খাতের ৭০ লক্ষেরও বেশি কারিগরের মধ্যে ৫৬ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশ -এরও বেশি এবং তাঁতিদের মধ্যে ৭২.২৯ শতাংশ নারী। দক্ষতা হস্তান্তর অনানুষ্ঠানিক এবং সাধারণত সেকেলে।

দক্ষতার হস্তান্তর অনানুষ্ঠানিক এবং সাধারণত এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। উপজাতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে, যেখানে কৌশল এবং আখ্যানের মধ্যে সাংস্কৃতিক তাৎপর্য নিহিত থাকে, সেখানে এই হস্তান্তর অর্থনৈতিক (দক্ষতা) এবং সাংস্কৃতিক (প্রামাণিকতা) উভয়ই হয়ে থাকে। উপজাতি বিষয়কমন্ত্রণালয়ের অধীনে বিদ্যমান তিনটি মডেল শক্তিশালী সংযোগ স্থাপনের পথ তৈরি করে: ভিডিভিকে-এর মতো উৎপাদকসমবায়, যা যৌথ পরিকাঠামো এবং একত্রীকরণের সুবিধা প্রদান করে; ক্রেতার সাথে সংযোগের জন্য ট্রাইবসইন্ডিয়া স্টোর এবং ক্লাস্টারউন্নয়ন ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য রাজ্য স্তরের সমবায় প্রতিষ্ঠান। উদাহরণস্বরূপ, ওড়িশায় ১৫০টি ভিডিভিকে চালু রয়েছে, যাদের সম্মিলিত বিক্রয়ের পরিমাণ ২,৪৫৯.৯১ লক্ষ টাকা এবং যা প্রায় ৪০,০০০ উপজাতীয়উৎপাদককে একীভূত করেছে। ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ কর্পোরেশন, একটি শীর্ষ স্তরের সমবায় সংস্থা, উপজাতীয় উৎপাদকদের দ্বারা উৎপাদিত বনজ ও অ-বনজ পণ্যের বিপণন এবং ব্র্যান্ডিংয়ের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

এটি ভারতের জন্য একটি মূল কৌশলগত সুপারিশকে তুলে ধরে: কমলা অর্থনীতির মধ্যে উপজাতীয় শিল্প/ কারুশিল্পের জন্য উন্নততর খাত ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ, প্রয়োগযোগ্য প্রামাণিকতা/ নৈতিক বাণিজ্য পরিকাঠামো এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব কমাতে শক্তিশালী উৎপাদক- মালিকানাধীন বিতরণ ব্যবস্থা প্রয়োজন। স্বল্পমেয়াদে, ভারত ট্রাইবসফেস্টের মতো উৎসবগুলোকেক্রয়প্রক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, পণ্যের ক্যাটালগেরমানসম্মতকরণ ও ডিজিটালাইজেশন করতে হবে এবং ন্যাশনাল এসটিফাইন্যান্স ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা ও পিএম বিশ্বকর্মার মতো প্রকল্পগুলোকে ক্রেতাদের অর্ডারের সঙ্গে একীভূত করতে হবে। তবে, দীর্ঘমেয়াদে সরকারকে একটি উপজাতীয় সৃজনশীল অর্থনীতি স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্ট তৈরি, রপ্তানিযোগ্য মানের মানদণ্ড ও ব্র্যান্ড কাঠামো নির্মাণ এবং উপজাতীয় শিল্পের জন্য ভারত-উপযোগী একটি নৈতিক বাণিজ্য বিধি প্রণয়নের কথা বিবেচনা করতে হবে। এই পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উপজাতীয় কমলা অর্থনীতি জেগে উঠবে এবং ২০৪৭ সালের ‘বিকশিত ভারত’-এর যাত্রাপথে যুক্ত হবে।

শ্রীমতিরঞ্জনা চোপড়া
জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব

বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দের প্রথম শিকাগো থেকে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন

বিমলকুমার শীট

“আমি সেনাপতি নই, রাজা নই, ধনী নই, কিছু নই আমি শুধু সন্ন্যাসী, দরিদ্র ভিখারী সন্ন্যাসী। তা স্বত্ত্বেও সমাজের উচ্চ-পদস্থ ও সম্মানিত ব্যক্তিরা আমাকে সম্মান জানাতে এসেছেন। এক ভিখারী সন্ন্যাসীকে এই যে রাজোচিত সম্মান প্রদান হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ভাবই তাতে প্রকাশিত হয়েছে। আমার প্রতি এই যে সংবর্ধনা --- এ আমার জন্য নয়, আমি যে আদর্শের জন্য দাঁড়িয়ে আছি তার জন্য” ১৫ জানুয়ারি কলম্বোয় তাঁর পদার্পনের সন্ধিক্ষণে সংবর্ধনার উত্তরে এ কথা বলেছিলেন স্বামীজি। এ থেকে অনুমান করা যায় মাদ্রাজে তাঁর জন্য কেমন সংবর্ধনা অপেক্ষা করে আছে। কারণ মাদ্রাজে রামনাদের রাজাই স্বামীজিকে শিকাগো যাওয়ার জন্য বারংবার উত্তেজিত করে ছিলেন।

বাস্তবে যুগ প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ দুর্বল ভারতকে শক্তিশালী করতে চেয়ে তিনি আরও বলেছেনঃ “শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে অধঃপতনের নীতিই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র জনসাধারণকে বলা হয়েছে যে, তারা মানুষ নয় তাঁদের আত্মবিশ্বাস আনতে দাও। কারণ একজন ইংরেজের সঙ্গে তোমাদের পার্থক্য কোথায়? ---আমি সে পার্থক্য বের করেছি। পার্থক্য হল এই যে ইংরেজ নিজের ওপর বিশ্বাস রাখে। তোমরা তা রাখো না আমরা চাই শক্তি --- --- অতএব আত্মবিশ্বাসী হও। ---মানুষ হও। মানুষ তৈরির ধর্ম আমরা চাই”। স্বামীজি স্বদেশে ফিরে আসছেন, এ সংবাদ প্রচার হওয়া মাত্র তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করবার জন্য নানা শহর প্রস্তুত হল। সিংহল ও মাদ্রাজ প্রদেশের প্রধান নগরের নাগরিকগণ সম্মিলিত হয়ে অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করার জন্য প্রস্তুত হল। সিংহল ভ্রমণ শেষ হলে জাফনা হতে একখানি স্টিমার ভাড়া করে স্বামীজি তাঁর শিষ্যবর্গ ও গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দজিকে সঙ্গে নিয়ে ভারত অভিমুখে যাত্রা করলেন। আগে থেকে সংবাদ পেয়ে রামনাদাধিপ রাজা ভাস্করবর্মা সেতুপতি সদলবলে পাম্বানে উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজি পাম্বানবাসীকে ধন্যবাদ প্রদান করে মর্মস্পর্শী ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। উপসংহারে তিনি বলেন, “রামনাদের রাজা আমার উপর যে ভালোবাসা দেখাইয়ছেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার আবেগ আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। যদি আমার দ্বারা কিছু কিছু সৎকার্য্য হইয়া থাকে, তবে তাঁহার প্রত্যেকটির জন্য ভারত এই মহাপুরুষের নিকট ঋণী, কারণ আমাকে শিকাগো পাঠাইবার কল্পনা তাঁহার মনেই প্রথম উদিত হয়। তিনি আমার মাথায় ঐ ভাব প্রবেশ করাইয়া দেন এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমাকে বার বার উত্তেজিত করেন। এক্ষণে তিনি আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে আরও অধিক কার্যের আশা করিতেছেন। যদি ইঁহার ন্যায় আরও কয়েকজন রাজা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির কল্যাণে আগ্রহান্বিত হইয়া জাতীয় উন্নতির চেষ্টা করেন। তবে বড়ই ভাল হয়”।

সভাশেষ হলে স্বামীজিকে তাঁর বাসের জন্য নির্দিষ্ট বাংলোয় নিয়ে যাওয়া হল। রাজার আদেশ অনুসারে ঘোড়ার গাড়ি থেকে ঘোড়াকে খুলে দিয়ে রাজা স্বয়ং সেই গাড়ি টেনে নিয়ে গেলেন। তারপর স্বামীজি প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রী রামেশ্বরের মন্দির দর্শন করতে গেলেন। দেবদর্শন শেষ হলে জনতার অনুরোধে স্বামীজি ইংরেজিতে ভাষণ দিলেন। মি নাগলিঙ্গম তামিল ভাষায় তা অনুবাদ করে সাধারণকে বুঝিয়ে দিলেন। স্বামীজি ভারতের অন্যতম পবিত্রধামের মন্দির প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন --- যত্র জীব তত্র শিব। এই মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতি নরনারীর সেবায় অগ্রসর হওয়া যথার্থ শিব ভক্তি। কেবল মাত্র বসে বসে তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকার অপরূপ সৌন্দর্যের প্রশংসা করে স্তোত্রপাঠসহকারে যে প্রতিমা বিশেষের সেবায় নিযুক্ত থাকে, সে প্রবঞ্চক মাত্র। তার ভক্তি পরিপক্ক হয়নি।

সেদিন স্বামীজির শুভাগমন উপলক্ষে হাজার হাজার দরিদ্র নারায়ণকে ভোজন করানো হয়। বস্ত্র ও অর্থ বিতরণ করা হয়। ভারতের মাটিতে প্রথম স্বামীজি যেখানে পা রেখেছিলেন রামনাদাধিপের রাজা সেখানে ৪০ ফুট স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেদিলেন। রামেশ্বর হতে স্বামীজি রামনাদাভিমুখে যাত্রা করলেন। রাজা, রাজভ্রাতা ও অন্যান্য বিশিষ্ট রাজকর্মচারীগণ পায়ে হেঁটে স্বামীজিকে অনুসরণ করল। রাজভ্রাতা দিনকরবর্মা সেতুপতি অভিনন্দনপত্র পাঠ করলেন। স্বামীজির বক্তৃতা দেওয়ার পর রাজাজি প্রস্তাব করলেন স্বামী বিবেকানন্দের শুভাগমন উপলক্ষে মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের জন্য সাধারণের নিকট হতে চাঁদা তুলে পাঠানর। উক্ত প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থিত হল। তারপরই সভা ভঙ্গ হল। তারপর স্বামী বিবেকানন্দ পরমকুড়ি, মনমদুরা, মদুরা, ত্রিচিনপল্লি ও তাঞ্জোর প্রভৃতি শহরে অভিনন্দিত হয়ে কুম্ভকোনমে গেলেন। তারপর সেখান থেকে তিনি মাদ্রাজ গেলেন। আগে থেকে তার আগমনের সংবাদ পেয়ে মাদ্রাজ নগরী সেজে উঠে ছিল। ৬ ফেব্রুয়ারি সকাল হওয়ার সাথে সাথে হাজার হাজার নর নারী স্টেশনের দিকে যাত্রা করল। স্বামীজি গাড়ি থেকে নামার পর অভ্যর্থনা সমিতি তাঁকে ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। স্বামীজি কয়েক মিনিট উপস্থিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করে ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন। তার পাশে বসলেন জাস্টিস সুব্রহ্মণ্য আয়ার, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ। পথে স্বামীজির মাথায় অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। উৎসাহী যুবকগণ গাড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই গাড়ি টেনে নিয়ে গেলেন। কোনও কোনও পুরনারী রাজপথে দাঁড়িয়ে স্বামীজিকে পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে আরতি করতে লাগল।

মাদ্রাজে স্বামীজির শুভ পদার্পন উপলক্ষে যে উৎসাহ দেখা দিয়ে ছিল সে সম্বন্ধে ‘হিন্দু’ পত্রিকা মন্তব্য করে ছিল- “আদ্য স্বামী বিবেকানন্দকে রেলওয়ে স্টেশনে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সম্মিলিত বিরাট জনসঙ্ঘের উৎসাহোচ্ছাস ও ধর্মানুরাগ অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ননা করা অসম্ভব। মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া বিশ্ববিখ্যাত সন্ন্যাসীকে যে গৌরবময় অভ্যর্থনা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে এই মহাদেশের অন্তর্নিহিত ধর্মশক্তি সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম সংস্কারকগণ ভারতে চিরদিনই এইরূপ অভ্যর্থনা পাইয়া আসিতেছেন। গোঁড়ামিই হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নহে, বর্তমান আচার ব্যবহারগুলি পরিবর্তনও যে অবাঞ্ছনীয় তাহা নহে, যদি কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথা দূর করিয়া নূতন কোনও নিয়ম প্রবর্তন করিতে হয়, তাহা হইলে স্বামী বিবেকানন্দের মতো ব্যক্তিরই কর্তৃস্থানীয় হইয়া উহা সমাধান করা উচিত। যখন কোনও ধীর হৃদয়, পবিত্র মানস, প্রকৃত সংস্কারক নিষ্কাম ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধন- স্পৃহাবিমুক্ত- কল্যাণেচ্ছা লইয়া দৃঢ় পদে দণ্ডায়মান হন, তখন আচার নিয়ম শূন্যে মিলাইয়া যায়, চিরপোষিত ধারণা ও আদর্শ দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, প্রতিষ্ঠিত রীতি নীতি ও মতসমূহ বিলীন হইয়া যায়। স্বাজীজির প্রচারকার্য্যের সাফল্যের ইহাই একমাত্র রহস্য”। পরের দিন স্বামীজিকে প্রথা মতো অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হতে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হল। খেতরির মহারাজা কর্তৃক পাঠান অভিনন্দন দেওয়ার পর ক্রমে বিভিন্ন সম্প্রদায়, সভা ও সমিতির পক্ষ হতে সংস্কৃত, ইংরেজি, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় প্রায় কুড়িখানি অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হয়। মাদ্রাজ ‘ভিক্টোরিয়া হলে’ পঞ্চাশ হাজার শ্রোতার সম্মুখে ‘আমার সমরনীতি’ নামক সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতা প্রদান করলেন। এরপর ক্রমে ক্রমে আরও চারটি বক্তৃতা প্রদান করলেন। স্বামীজি মাদ্রাজে নয় দিন আনন্দের সঙ্গে শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে কাটালেন। স্বামীজির কলম্বো হতে মাদ্রাজের বক্তৃতাগুলিতে নূতন তত্ত্ব, নূতন ভাব, নূতন কর্মপদ্ধতির পরিচয় পেয়ে দেশের অল্প সংখ্যক মণীষী ও হৃদয়বান ব্যক্তিরা বুঝলেন, নবযুগের সূচনা করবার মতো অনুপম প্রতিভা ও অসামান্য হৃদয় নিয়ে সন্ন্যাসী স্বদেশের কর্মক্ষেত্রে ফিরে এসেছেন। তিনি ভারতবর্ষের সেবার জন্য আহ্বান জানিয়ে ছিলেন --- চরিত্রবান, হৃদয়বান এবং বুদ্ধিমান যুবকদেরকে। কারণ যুবরাই দেশের ভবিষ্যৎ, তাঁরাই দেশকে গড়বে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের ডেপুটেশন। ছবি নিজস্ব।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ভোটার হেনস্থার অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ভোটারদের হেনস্থা ও মারধরের অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। বুধবার বিকেল প্রায় ৪টা ৩০ মিনিট নাগাদ ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোট দেওয়ার পর তিনি এই অভিযোগ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, নির্বাচন কমিশনের মোতায়েন করা কেন্দ্রীয় বাহিনী "অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট" নিশ্চিত করার নামে নিরীহ ভোটারদের, এমনকি মহিলা ও শিশুদের উপরও অত্যাচার চালিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, সারাদিন জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী ও পোলিং এজেন্টদেরও টার্গেট করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "এটা কি আদৌ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন? ভোটের দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর এত অত্যাচার আমি দেখেছি। তবুও আমি নিশ্চিত, এ বছরের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে।"

উল্লেখ্য, ভবানীপুর কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়ক ও তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-র বিরুদ্ধে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের কিছু থানার ওসি-দের বিরুদ্ধেও সরব হন তিনি। তাঁর অভিযোগ, নদিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকা, হুগলির আরামবাগ, খানাকুল ও গোগাহাট, এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং এলাকায় ব্যাপক অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছে, যা মঙ্গলবার রাত থেকেই শুরু হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন অন্য রাজ্য থেকে পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করায় ভাষাগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। "তাঁরা বাংলা বোঝেন না, ফলে যোগাযোগের অভাব হচ্ছে। কিছু অফিসার কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিরীহ ভোটারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিচ্ছেন," অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর।

যদিও ভবানীপুর এলাকায় দিনভর বিক্ষিপ্ত উত্তেজনার খবর মিলেছে, তবে বড় ধরনের কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কিছু ক্ষেত্রে উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করেছে বলে জানা গেছে।

বঙ্গের ভোটে হিংসা তৃণমূলের 'গুন্ডামি'র প্রমাণ বিজেপি ক্ষমতায় আসবে: স্বাতী মালিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী হিংসা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপি রাজ্যসভা সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল। তাঁর দাবি, রাজ্যে তৃণমূলের "গুন্ডামি"-র ফলেই বিজেপি ক্ষমতায় আসবে।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মালিওয়াল বলেন, "প্রতিবার নির্বাচনের সময়ই বাংলার ভয়ঙ্কর ছবি সামনে আসে। এটা শুধু এবারের ভোট নয়, বরং বারবার একই ঘটনা ঘটে।"

তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ভয় দেখানোর রাজনীতি চালাচ্ছে। তাঁর কথায়, "মাঠে তৃণমূলের যে গুন্ডামি দেখা যায়, তার ফলেই বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসবে।"

এদিন আম আদমি পার্টিকেও নিশানা করেন তিনি। আপের নির্বাচনী প্রক্রিয়া বয়কটের সমালোচনা করে অরবিন্দ কেজরিওয়াল-কে কটাক্ষ করেন মালিওয়াল। তিনি বলেন, "ওদের রাজনীতি দেখলেই বোঝা যায়। কেজরিওয়াল অনেক সময় শিশুসুলভ আচরণ করেনযখন বুঝতে পারেন শূন্য পেতে চলেছেন, তখন ব্যাট-বল গুটিয়ে চলে যান।"

দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্ণা কান্তা শর্মাকে লেখা কেজরিওয়ালের চিঠি ও 'সত্যাগ্রহ' প্রসঙ্গেও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, "এ কেমন সত্যাগ্রহ, যেখানে বলা হচ্ছে 'আমি চোর নই, এই বিচারপতিকে চাই না'? সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য পবিত্র হওয়া উচিত।" তিনি একে "অরাজকতা" বলেও অভিহিত করেন।বিচারপতি শর্মার পক্ষেও সওয়াল করে মালিওয়াল বলেন, দেশে মহিলা বিচারপতির সংখ্যা কম, এবং তিনি নিজের পরিশ্রমেই এই জায়গায় পৌঁছেছেনতাঁকে অপমান করা উচিত নয়।এছাড়াও, আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ-এর মন্তব্যের সমালোচনা করে রাজ্যসভা সাংসদ রাঘব চধা ও অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া-র ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মন্তব্য করাকে "লজ্জাজনক" বলে উল্লেখ করেন তিনি।নিজের অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরে মালিওয়াল অভিযোগ করেন, তাঁর উপর হামলার পর যখন তিনি এফআইআর দায়ের করতে যান, তখন তাঁর পরিবারকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়।সবশেষে তিনি বলেন, এই ধরনের আচরণ আম আদমি পার্টির রাজনীতির এক উদ্বেগজনক প্রবণতা তুলে ধরে, যেখানে গঠনমূলক রাজনীতির বদলে ব্যক্তিগত আক্রমণই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে।

ভোটের মাঝে ভয় দেখানোর অভিযোগ ফিরহাদ হাকিমের, শান্তিপূর্ণ ভোটের আবেদন

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের মাঝেই ভয় দেখানো ও চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম। তিনি একইসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণের আহ্বান জানান।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফিরহাদ হাকিম বলেন, "ওরা কী করতে চাইছে বুঝতে পারছি না। বাংলায় কি যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে? যেখানে কোনও সমস্যা ছিল না, সেখানে এত সিআরপিএফ ও শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতি কেন?"

তিনি অভিযোগ করেন, "রাতে আমার বাড়িতে এসে আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। মানুষ কি ভয়ে ভোট দেবে? যারা ভয়ে ভোট দেয়, তারা বিজেপিকে ভোট দেবে। এই ভয় ও সন্ত্রাসের রাজনীতি বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যায় না। তাই বিজেপি কখনও এখানে সফল হবে না।"তবে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি বলেন, বুথগুলিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, "পরিবারের সকলকে নিয়ে ভোট দিতে যাওয়া একটি বিশেষ মুহূর্ত। ছোটবেলা থেকে শিখেছি, ভোট দেওয়া গণতন্ত্রের পবিত্র দায়িত্ব।"এদিন রাজ্যের ছয়টি জেলার ১৪২টি আসনে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ চলছে।অন্যদিকে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল পুনরায় জানিয়েছেন, ভোটে কোনও অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। ইভিএম কারচুপির অভিযোগসহ যেকোনও ধরনের গড়মিলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

"বঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি" সিআরপিএফ মোতায়েন নিয়ে তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষের কটাক্ষ

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী, বিশেষ করে সিআরপিএফ মোতায়েনকে ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সায়নী ঘোষ। বুধবার তিনি দাবি করেন, রাজ্যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেন "যুদ্ধ চলছে"।

দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ চলাকালীন সংবাদমাধ্যমকে সায়নী ঘোষ বলেন, "এখন শুধু নৌবাহিনী আর বায়ুসেনা আসা বাকি। চারদিকে যেন যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে।" তাঁর অভিযোগ, এই অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন বিজেপির "হতাশা"রই বহিঃপ্রকাশ।

তিনি আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সবসময় অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পক্ষে এবং রাজ্যের মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই রয়েছেন, তাই সহিংসতার আশ্রয় নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

বহিরাগত পর্যবেক্ষক নিয়োগের বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন সায়নী ঘোষ। তাঁর দাবি, "উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ থেকে পর্যবেক্ষক আনা হয়েছে, যারা বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত নন।"

তৃণমূল সাংসদের অভিযোগ, বিজেপি বিভিন্ন উপায়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া থেকে শুরু করে প্রশাসনিক স্তরে হস্তক্ষেপ পর্যন্ত।

তবে এসবের মধ্যেও নিজের দলের জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সায়নী ঘোষ। তিনি বলেন, "ফলাফল প্রকাশের পরেই মানুষের রায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।"

গাড়ি ভাঙচুর করে ভয় দেখানোর চেষ্টা অভিযোগ তৃণমূল সাংসদ মিতালী বাগের

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): রাজ্যে নির্বাচনকে ঘিরে শাসক-বিরোধী সংঘাতের আবহে গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মিতালি ব্যাগ। বুধবার তিনি দাবি করেন, হুগলির গোগাহাটে তাঁর উপর হামলা চালিয়ে তাঁকে "ভয় দেখানোর" চেষ্টা করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, সোমবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী-র নির্বাচনী সভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে মিতালী বাগের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনায় তিনি আহত হন এবং পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাগ বলেন, "বিজেপি বারবার বলেছে বাংলায় গণতন্ত্র নেই। তারা বারবার এখানে গণতন্ত্র শেষ করার চেষ্টা করেছে। আমার গাড়ি যেভাবে ভাঙচুর করা হয়েছে এবং একজন মহিলাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছেসবাই তা দেখেছে।" তিনি আরও বলেন, "ভগবান, সাধারণ মানুষ এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে আমি বেঁচে গিয়েছি।"

আরামবাগের এই সাংসদ দ্বিতীয় দফার ভোটে হুইলচেয়ারে করে ভোট দিতে আসেন। প্রথম দফার উচ্চ ভোটদানের হার তৃণমূলের পক্ষে গেছে বলেও দাবি করেন তিনি।

বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে বাগ বলেন, "পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে বুঝেই বিজেপি হিংসার রাজনীতি করছে, যাতে মানুষ ভয় পেয়ে ভোট না দেয়। তারা ভেবেছিল আমার গাড়ি ভাঙচুর করে আমাকে ভয় দেখাতে পারবে।" নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাতেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, "আজও আমাদের অনেক কর্মী লাঠিচার্জের শিকার হয়েছেন," এবং সহিংসতা রুখতে কমিশন ব্যর্থ হয়েছে।

এছাড়া তিনি অভিযোগ করেন, অন্যান্য রাজ্য থেকে বিজেপির মন্ত্রীরা বাংলায় এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দমনের চেষ্টা করছেন।

সবশেষে, খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের বিরুদ্ধে হুমকিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগও তোলেন তিনি।

দ্বিতীয় দফার ভোটে অশান্তি, একাধিক জেলায় সংঘর্ষের অভিযোগ; কেন্দ্রবিন্দু দক্ষিণ ২৪ পরগনা

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ চলাকালীন সময় যত গড়াচ্ছে, ততই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তি ও সংঘর্ষের খবর সামনে আসছে। ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের মধ্যেই বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে ঘিরে উত্তেজনা চরমে উঠেছে।

ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের সাইহাটি এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়, যখন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ওই কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়ক ও অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট-এর প্রার্থী মদন নওশাদ সিদ্দিকী-কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁকে লক্ষ্য করে স্লোগান দিতে থাকেন শাসকদলের সমর্থকরা। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সিদ্দিকীর অভিযোগ, সকাল পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভোট চললেও পরে ইচ্ছাকৃতভাবে অশান্তি তৈরির চেষ্টা হয়েছে। পরে কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে বসন্তীতে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী বিকাশ সরদার-এর উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীর আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টাও হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি বুথ নম্বর ৭৬-এর কাছে ঘটে। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনী উপস্থিত থাকলেও তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

উত্তর ২৪ পরগনার সাসনে শাসকদলের কর্মীরা ভোটারদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করলে স্থানীয় গ্রামবাসী ও এআইএসএফ সমর্থকদের তরফে পাল্টা প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ।

হুগলির খানাকুলে রাজহাটি-১ পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুরে বুথ নম্বর ১৪৭-এর সামনে এআইএসএফ ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এআইএসএফ-এর অভিযোগ, ভুয়ো নথি ব্যবহার করে শাসকদল তাদের এজেন্ট বসিয়েছে এবং তাদের প্রকৃত এজেন্টদের বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া হাওড়ার বালি বিধানসভা কেন্দ্রের লিলুয়ার ডন বসকো সোহনলাল বিদ্যালয়ে ইভিএম বিকল হয়ে পড়ায় ভোটারদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করে। এতে কংগ্রেস ও তৃণমূলের পোলিং এজেন্টরা আহত হন। ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন রয়েছে।

নদিয়ার করিমপুরে এক পুলিশ আধিকারিককে ভোটারদের তৃণমূলের পক্ষে ভোট দেওয়ার অনুরোধ করতে দেখা যায় বলে অভিযোগ উঠেছে, যার জেরে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। সমগ্র পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন।

ভয়মুক্তভাবে বিজেপিকে ভোট দিচ্ছেন মানুষ তৃণমূলকে নিশানা মনোজ তিওয়ারির

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বিরোধীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। তাঁর দাবি, সব বাধা সত্ত্বেও রাজ্যের মানুষ "নির্ভয়ে" বিজেপিকে ভোট দিচ্ছেন।আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিওয়ারি বলেন, "বিজেপির প্রতীকে টেপ লাগিয়ে ভোটারদের থামানো যাবে না। কিছু হিংসার খবর এসেছে ঠিকই, কিন্তু আজ পশ্চিমবঙ্গে মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিচ্ছেন। কেউ যতই চেষ্টা করুক, বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়া আটকাতে পারবে না।"এদিন তিনি আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল-কেও তীব্র আক্রমণ করেন। তিওয়ারির অভিযোগ, কেজরিওয়াল রাজনৈতিক সুবিধাবাদী এবং দ্বিচারিতার আশ্রয় নিচ্ছেন।মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "অরবিন্দ কেজরিওয়াল ভয় পাচ্ছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও হেরে যাচ্ছেন। সেই কারণেই তিনি এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন।" পাশাপাশি কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে জনতাকে বিভ্রান্ত করা ও দুর্নীতির অভিযোগও তোলেন তিনি।আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ-এর মন্তব্য নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিওয়ারি। রাজ্যসভা সাংসদ রাঘব চাড্ডা-র ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মন্তব্য করাকে তিনি "অশোভন" বলে অভিহিত করেন।তাঁর কথায়, "ব্যক্তিগত মন্তব্য কেন করা হচ্ছে? এ ধরনের মন্তব্য থেকেই মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।"সবশেষে, রাঘব চাড্ডার রাজনৈতিক অবস্থানের প্রশংসাও করেন মনোজ তিওয়ারি। তিনি বলেন, "রাঘব চাড্ডা দেশের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী মোদির মধ্যে দেখেছেনএর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।"

৫ দফা দাবিতে ইটভাটা শ্রমিকদের ডেপুটেশন। ছবি নিজস্ব।

'রড দিয়ে মাথায় আঘাত', নদিয়ায় বিজেপি পোলিং এজেন্টের উপর হামলার অভিযোগ

নদিয়া, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ চলাকালীন নদিয়ার চাপড়া এলাকায় বুথ নম্বর ৫৩-তে এক বিজেপি পোলিং এজেন্টের উপর নৃশংস হামলার অভিযোগ উঠেছে, যা ফের ভোট-হিংসা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

আক্রান্ত পোলিং এজেন্ট মোশারাফ মীর জানিয়েছেন, ভোর প্রায় ৫টা ৪০ মিনিট নাগাদ তিনি বুথে যাওয়ার পথে এই হামলার শিকার হন। তাঁর দাবি, "আমি বুথে যাচ্ছিলাম যাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। সেই সময় কিছু তৃণমূল কংগ্রেস-এর দুষ্কৃতী জন আলি মোল্লার বাড়িতে লুকিয়ে ছিল। হঠাৎ ১৫-২০ জন লাঠি, রড ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আসে এবং আমার মাথায় রড দিয়ে আঘাত করে। আমি পড়ে যাই, তবুও মারধর চালিয়ে যায়। সেখানে চারজন আইএসএফ এজেন্টও ছিলেন, তাঁদেরও মারধর করা হয়।"

ঘটনার পর অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। আহত অবস্থায় মীরকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভোট-সংক্রান্ত হিংসা ও সংঘর্ষের খবর সামনে আসছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অশান্তি বেশি বলে জানা যাচ্ছে।

ভাঙড়ের সাইহাটি এলাকায় অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট নেতা মদন নওশাদ সিদ্দিকী-কে ঘিরে তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়ায়। পরে কেন্দ্রীয় বাহিনী হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বসন্তীতে বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সরদার-এর উপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে উত্তর ২৪ পরগনার সাসনে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়।

হুগলির খানাকুলে রামচন্দ্রপুর এলাকায় বুথের সামনে জ্জ্জচ্ছ ও তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। অভিযোগ, ভুয়ো নথি দিয়ে পোলিং এজেন্ট বসানো হয়েছে এবং বিরোধী এজেন্টদের বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হাওড়ার বালিতে ইভিএম বিকল হওয়ায় উত্তেজনা তৈরি হলে কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করে। এতে কংগ্রেস ও তৃণমূলের পোলিং এজেন্টরা আহত হন। ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।সমগ্র পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন।

পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফার ভোট: পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখছে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ চলাকালীন রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিষয়ে আশাবাদী বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, সাধারণ মানুষই এবার পরিবর্তনের বার্তা দিচ্ছেন।

বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা আইএএনএস-কে বলেন, "এবার পরিবর্তন হচ্ছে এবং সেই পরিবর্তন আনছেন মানুষ নিজেরাই। তৃণমূল কংগ্রেস চাপ, ভয়ভীতি এবং আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে ভোটারদের আটকানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মানুষ থেমে থাকেননি।"

তিনি আরও বলেন, "ভোট দিতে মানুষ ব্যাপক সংখ্যায় বেরিয়ে এসেছেন। নির্বাচন কমিশন এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ।"

একই সুর শোনা যায় বিজেপি বিধায়ক সঞ্জয় উপাধ্যায়-এর বক্তব্যে। তিনি বলেন, "দ্বিতীয় দফাতেও রেকর্ড ভোট পড়বে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, বাংলার মানুষ বিজেপির সঙ্গেই রয়েছেন এবং সরকার পরিবর্তন হবেই।"

এদিকে, পশ্চিমবিধানসভার বিরোধী দলনেতা সুবেন্দু অধিকারী দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্র নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। এই কেন্দ্রেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে তাঁর হাই-প্রোফাইল লড়াই চলছে।

অধিকারী ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশন বুথ পরিদর্শন করে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দাবি করেন, তিনি ওই বুথে এগিয়ে থাকবেন। পাশাপাশি তিনি কিছু অনিয়মের অভিযোগও তোলেন। তাঁর দাবি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা এলাকায় একটি বুথে বিজেপি প্রার্থীর ইভিএম বোতাম টেপ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল।

তিনি জানান, বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে জানিয়েছেন এবং দলের আইটি প্রধান অমিত মালব্য নির্বাচন কমিশনের নজরে বিষয়টি এনেছেন। নির্বাচন কমিশন পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে বলেও তিনি জানান।

রাজ্যে হাইভোল্টেজ নির্বাচনী লড়াইয়ের মাঝে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণে নজর রয়েছে ভোটের হার ও জনমতের উপর। উভয় পক্ষই নিজেদের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সরাসরি ফ্যানের নীচে ঘুমোলে বিপদ হতে পারে

কাঠফাটা গরমে ফ্যানের ঠিক নীচে শোওয়া আরামদায়ক মনে হলেও, আদতে তা শরীরের বড় ক্ষতি করছে। সাইনাস থেকে শুরু করে পেশির টান ঠিক কোন কোন বিপদ ওত পেতে আছে আপনার বিছানায়? জেনে নিন সুস্থ থাকার অব্যর্থ দাওয়াই।

মার্চ মাসের তপ্ত দুপুরে বা গুমোট গরমে রাতে ফ্যানের একদম তলায় শোওয়া অনেকেরই পছন্দের। তবে আরামদায়ক মনে হলেও এই অভ্যাসটি শরীরের জন্য মোটেও নিরাপদ নয়। বিশেষ করে যাঁদের শ্বাসকষ্ট বা সাইনাসের সমস্যা আছে, তাঁদের জন্য এটি বিপজ্জনক হতে পারে।

আপনার ঘরের ফ্যানের ব্লেডে সবচেয়ে বেশি ধুলো জমা হয়। রাত বাড়লে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে আসে এবং পাখার ঘূর্ণনে সেই ধুলো ও অ্যালার্জেন সরাসরি আপনার নাকে-মুখে এসে পৌঁছায়। এর ফলে শ্বাস নিতে যেমন কষ্ট হয়, তেমনই

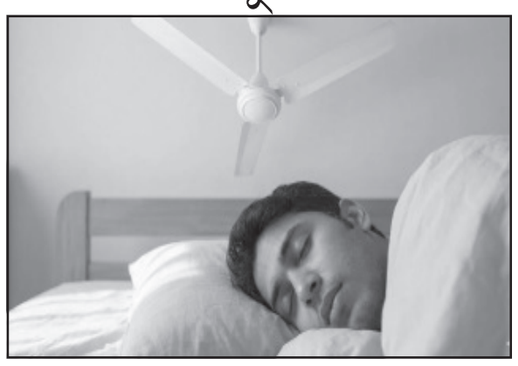

দীর্ঘমেয়াদী ফুসফুসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সরাসরি তীব্র বাতাস নাকে প্রবেশ করলে নাকের ভেতরের মিউকাস মেমব্রেন শুকিয়ে যায়। এর ফলে যাঁদের সাইনাসের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের মাথা যন্ত্রণা বা সাইনাসের তীব্র ব্যথা শুরু হতে পারে। সকালে উঠে নাক বন্ধ থাকা বা অস্বস্তি হওয়ার এটিই প্রধান কারণ। ফ্যানের হাওয়া সরাসরি গায়ে লাগলে আপনার শরীরের পেশিগুলো শক্ত হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘাড়ে বা পিঠে যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেন, তার মূল কারণ সরাসরি ফ্যানের হাওয়া। শরীরের নির্দিষ্ট অংশে লাগাতার হাওয়া মাংসপেশিকে ক্লান্ত করে দেয়।

যদি ফ্যান চালাতেই হয়, তবে তা সর্বোচ্চ গতিতে না চালানোই বুদ্ধিমানের কাজ। পাখার স্পিড একটু কমিয়ে রাখুন যাতে হাওয়া সরাসরি গায়ে সপাটে না লাগে। এছাড়া ঘরের বাতাস যাতে গুমোট না হয়ে যায়, তার জন্য অন্তত একটি জানলা খোলা রাখার চেষ্টা করুন। ফ্যানের ধুলো থেকে বাঁচতে নিয়মিত বিরতিতে ব্লেডগুলো পরিষ্কার করা জরুরি। ফ্যান পরিষ্কার থাকলে বাতাসে ধুলো উড়বে কম, ফলে অ্যালার্জি বা হাঁপানির ঝুঁকি অনেকটাই কমে আসবে। শুধু ঘর নয়, ফ্যানটিও রাখুন একদম তকতকে। যাঁদের নিয়মিত মশারি টাঙিয়ে শোওয়ার অভ্যাস আছে, তাঁরা কিছুটা সুরক্ষিত থাকেন। মশারি ফিল্টার হিসেবে কাজ করে, ফলে ফ্যানের সরাসরি হাওয়া বা ধুলো সরাসরি গায়ে লাগে না। এটি শরীরকে আড়ষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে।

একটু সচেতন হলেই আপনি সকালে পাবেন ফুরফুরে মেজাজ। ফ্যান থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে শুলে এবং ঘরের বায়ু চলাচলের সঠিক ব্যবস্থা রাখলে ঘুমও গভীর হবে। মনে রাখবেন, সাময়িক আরামের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সুস্থতাই বেশি জরুরি।

চায়ের সঙ্গে বিস্কুট খাওয়া কি ভালো

চায়ের কাপে বিস্কুট ডুবিয়ে খাওয়ার আনন্দ আমাদের অনেকের কাছেই এক অমোঘ টান। বিকেলের আড্ডা হোক বা সকালের আলসেমি চায়ের সঙ্গে টা হিসেবে বিস্কুট না থাকলে যেন আসরটাই জমে না। কিন্তু এই জিভে জল আনা অভ্যাসটি কি আপনার শরীরের জন্য সত্যিই ভালো? গবেষণায় উঠে আসছে কিছু চমকপ্রদ এবং সতর্কতামূলক তথ্য। বিস্কুটের ময়দা, চিনি আর ট্রান্স ফ্যাট আপনার অজান্তেই শরীরের কী কী ক্ষতি করছে?

অতিরিক্ত ক্যালোরি: চায়ের সঙ্গে বিস্কুট খেলে শরীরে অজান্তেই প্রচুর ক্যালোরি প্রবেশ করে। বিস্কুটে থাকা চিনি এবং ময়দা রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বাড়িয়ে দিতে পারে।

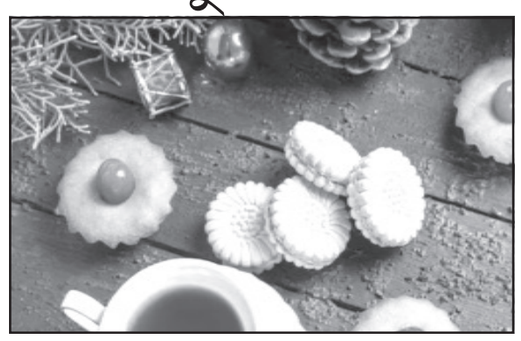

ক্ষতিকর রিফাইনড ফ্লাওয়ার বা ময়দা: অধিকাংশ বিস্কুট ময়দা দিয়ে তৈরি। ময়দায় ফাইবার না থাকায় এটি হজমের সমস্যা তৈরি করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ হতে পারে।

চিনির আধিক্য: বিস্কুটে প্রচুর পরিমাণে রিফাইনড সুগার থাকে। চায়ের চিনির সাথে বিস্কুটের চিনি যুক্ত হয়ে ওজন বৃদ্ধি এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়।

ট্রান্স ফ্যাট ও পাম অয়েল: বিস্কুট মচমচে করতে এতে ট্রান্স ফ্যাট বা পাম অয়েল ব্যবহার করা হয়। এটি শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়, যা হৃদরোগের ঝুঁকি তৈরি করে। যদি বিস্কুট খেতেই হয়, তবে ময়দার বদলে ওটস বা মাল্টিগ্রেন বিস্কুট বেছে নিন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি বিস্কুটের বদলে চায়ের সঙ্গে অল্প ভেজানো বাদাম বা মাখানা খেতে পারেন।

অ্যাসিডিটির সমস্যা: খালি পেটে চায়ের সাথে বিস্কুট খেলে পাকস্থলীতে অ্যাসিডের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। এর ফলে বুক জ্বালাপোড়া বা গ্যাসের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পুষ্টিগুণ কম: বিস্কুট মূলত একটি প্রক্রিয়াজাত খাবার, যাতে পুষ্টিগুণ নেই বললেই চলে। এটি পেট ভরিয়ে দিলেও শরীরকে কোনো প্রয়োজনীয় ভিটামিন বা মিনারেল সরবরাহ করে না।

ফ্রিজ ছাড়াই মাত্র ১০ মিনিটে তরমুজ হবে ঠান্ডা

গনগনে গরমে এক টুকরো ঠান্ডা তরমুজ মুহূর্তের মধ্যে শরীর শীতল করে দেয়। কিন্তু বাড়ির বাইরে থাকলে তরমুজ ঠান্ডা করবেন কী ভাবে? কিংবা ধরুন হঠাৎ কারেন্ট অফ হয়ে গিয়েছে। সে ক্ষেত্রেই বা কী করণীয়? ফ্রিজে না রাখলে তরমুজ কিছুতেই ঠান্ডা হবে না। তার গা থেকেও আগুনের হলকা বেরোবে। তবে বিজ্ঞানের সহজ একটি ফর্মুলাকে কাজে লাগিয়ে মাত্র ১০ মিনিটেই তরমুজকে বরফের মতো ঠান্ডা করে ফেলতে পারেন। তা-ও আবার ফ্রিজ ছাড়া।

ম্যাজিক ফর্মুলা: তরমুজ দ্রুত ঠান্ডা করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো একটি বিশেষ 'আইস বাথ'। এটি তৈরি করতে কী কী লাগবে? একটি বড় বালতি বা গামলায় অনেকটা ঠান্ডা জল ঢেলে ফেলুন।

এতে প্রচুর পরিমাণে বরফ কুচি এবং ২-৩ কাপ নুন মিশিয়ে দিন। এ বার আস্ত তরমুজটি ওই নুন মেশানো বরফ-জলে ১০ মিনিটের জন্য ডুবিয়ে রাখুন। সম্ভব হলে তরমুজটিকে এ পিঠ-ও পিঠ করে একটু ঘুরিয়ে দিন, যাতে সব দিক সমানভাবে ঠান্ডা হয়।

নেপথ্যে রয়েছে বিজ্ঞান: রসায়নের ভাষায় একে বলা হয় 'ফ্রিজিং পয়েন্ট ডিপ্রেশন'। সাধারণ জল ০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বরফ হয়, কিন্তু জলে লবণ মেশালে তার হিমাঙ্ক আরও খানিকটা কমে যায়। ফলে লবণাঙ্কিত জল সাধারণ বরফ-জলের চেয়ে অনেক বেশি ঠান্ডা হয়ে যায়। বায়ুর তুলনায় জল দ্রুত তাপ পরিবহন করতে পারে, তাই ফ্রিজারের বাতাসের চেয়ে এই বরফ-জলে তরমুজ দ্রুত তাপ বিনিময় করতে পারে এবং শীতল হয়ে ওঠে।

চটজলদি তরমুজ ঠান্ডা করতে হলে, ফলটি ছোট টুকরো করে কেটে নিতে পারেন। তবে খেয়াল রাখবেন, টুকরোগুলো যেন একটি প্লাস্টিক ব্যাগে ভরা থাকে। নুন-জল যেন সরাসরি তরমুজের গায়ে না লাগে। তরমুজটি যদি জলের উপর ভেসে থাকে, সে ক্ষেত্রে ঠান্ডা না-ও হতে পারে। নুন জলের মধ্যে পুরোপুরি নিমজ্জিত অবস্থায় থাকলে তবেই বরফের মতো ঠান্ডা হবে।

কলার খোসার পুষ্টিকর চাটনি

কলার খোসা মানেই কি আবর্জনা? একদমই নয়! সাধারণ এই খোসা দিয়েই তৈরি হতে পারে অসাধারণ স্বাদের চাটনি। পুষ্টিগুণে ভরপুর এই রেসিপি যেমন আপনার খাবারের স্বাদ বাড়াবে, তেমনই কমাবে রান্নাঘরের বর্জ্য।

সাধারণত কলা খেয়ে খোসাটা ডাস্টবিনে ফেলে দেন অনেকেই। কিন্তু জানেন কি, এই অবহেলিত খোসা দিয়েই তৈরি হতে পারে দারুণ এক মুখরোচক পদ? রান্নাঘরের বর্জ্য কমিয়ে এটি আপনার বিকেলের নাস্তা বা দুপুরের খাবারে যোগ করবে নতুন মাত্রা।

কলার খোসা শুধু ফেলনা নয়, এটি পুষ্টির খনি। অনেক রন্ধন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, কলার খোসায় থাকা উপাদান শরীরের ভিটামিনের ঘাটতি মেটাতে দারুণ কার্যকর। তাই এবার থেকে ডাস্টবিনে ফেলার আগে এই

পুষ্টিকর খোসাগুলো জমিয়ে রাখুন।

এই চাটনি বানাতে খুব বেশি ঝক্কি নেই। লাগবে সেদ্ধ করা কলার খোসা, সরষের তেল, কালো জিরে, কারি পাতা, রসুন, আদা এবং সামান্য লঙ্কার গুঁড়ো। স্বাদে টক-ঝাল ভাব আনতে সঙ্গে রাখতে পারেন লেবুর রস বা আমচুর পাউডার।

প্রথমে খোসাগুলো ভালো করে ধুয়ে নিন। এরপর অল্প জলে নুন দিয়ে খোসাগুলো নরম না হওয়া পর্যন্ত সেদ্ধ করে নিন। অন্য একটি প্যানে রসুন, আদা আর কাঁচা লঙ্কা হালকা আঁচে ভেজে নিন যাতে কাঁচা গন্ধটা চলে গিয়ে সুন্দর একটা সুবাস বেরোয়।

এবার সেদ্ধ করা খোসা আর ভাজা মশলাগুলো একসঙ্গে মিক্সারে দিয়ে দিন। তাতে সামান্য জল আর স্বাদমতো নুন যোগ করুন। সবটা মিশিয়ে বেশ ঘন আর মসৃণ একটা পেস্ট তৈরি করে নিন। মিশ্রণটি যেন খুব পাতলা না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।

চাটনির স্বাদ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে একটি ছোট পাত্রে সরষের তেল গরম করুন। তাতে কালো জিরে, শুকনো লঙ্কা আর কারিপাতা ফোড়ন দিন। এবার এই গরম তেল আর মশলার মিশ্রণটি চাটনির ওপর ঢেলে দিন। দেখবেন গন্ধে সারা ঘর ম-ম করছে!

কলার খোসায় আছে প্রচুর ফাইবার, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম। এটি হজম ভালো করতে সাহায্য করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। যারা স্বাস্থ্যকর অথচ সুস্বাদু খাবার পছন্দ করেন, তাদের জন্য এটি সেরা পছন্দ হতে পারে। এই চাটনি আপনি গরম ভাত, পরোটা কিংবা সাধারণ রুটির সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, শরীরের কোনো বিশেষ সমস্যা থাকলে বা নতুন কোনো খাবার ডায়েটে যোগ করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া সবসময়ই ভালো।

জ্বরের সময় ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করবেন

১০০-এর উপর জ্বর উঠে গেলে জল দিয়ে মাথা ধুয়ে দিতে বলে চিকিৎসকরা। জ্বর না কমলে অনেক সময়ে জলপট্টিও করতে হয়। কিংবা স্পঞ্জিং করান। এই ঘরোয়া টোটকাগুলো জ্বর কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু সঠিক তাপমাত্রার জল ব্যবহার করাও দরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, জ্বর হলে ভুলেও ঠান্ডা জল ব্যবহার করবেন না।

অনেকেই ফ্রিজের ঠান্ডা জল ব্যবহার করেন জ্বর কমাতে। এতে হিতে বিপরীত হয়। জ্বর কমলেও সারা গায়ে কাঁপুনি দিতে থাকে। শরীর আরও কাহিল হয়ে পড়ে। চিকিৎসকদের মতে, জলপট্টি করুন কিংবা স্পঞ্জিং, ঘরের তাপমাত্রার জল বা ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করা উচিত। এতে দ্রুত গতিতে জ্বর ছেড়ে যায়।

জ্বর কমাতে ঠান্ডা জল ব্যবহার করবেন না কেন? জ্বরের সময়ে

শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই বেশি থাকে। অত্যন্ত শীত করে। সেই সময়ে ঠান্ডা জল গায়ে দিলে আরও কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। পাশাপাশি রক্তনালি সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এর জেরে শরীরের তাপ উৎপন্ন হয় এবং তাপমাত্রা বাড়ে। তাই জ্বর কমাতে কখনওই ঠান্ডা জল ব্যবহার করা উচিত নয়।

ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করবেন কেন? ঘরের তাপমাত্রা বা ঈষদুষ্ণ জল শরীরকে ধীরে ধীরে ঠান্ডা করে। এর জেরে শরীরের উপর কোনও বাড়তি চাপ তৈরি হয় না। ঈষদুষ্ণ জল ত্বকের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাপ বের করে দেয়। এতে কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। ঠান্ডা জলে কি জ্বর আরও বাড়ে? ফ্রিজের ঠান্ডা জল ব্যবহার করলে এটি শরীর তাপ ধরে রাখার চেষ্টা করে। এতে জ্বর সাময়িক ভাবে কমে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর ফিরে আসে। এর জেরে আরও শারীরিক অবস্তি বাড়ে। কাদের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা দরকার? শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে বেশি সচেতন থাকা দরকার। বাচ্চাদের দ্রুত কাঁপুনি শুরু হয়। এর জেরে তাপমাত্রা আরও বাড়ে। অন্যদিকে বয়স্কদের রক্ত সঞ্চালন কম ধীর থাকে এবং জ্বরও ধীরে ধীরে কমে।

স্পঞ্জিংয়ের সময়ে কী কী বিষয়ের খেয়াল রাখবেন? জ্বর হলে একটি ভেজা গামছা দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভাল করে মুছিয়ে দিতে পারেন। ১০ মিনিটের বেশি সময় ধরে স্পঞ্জিং করানো উচিত। জ্বর ১০০ ফারেনহাইটের উপরে উঠলে এবং প্যারাসিটামল খাওয়ার পরেও জ্বর না কমলে, তখনই মাথা ধুয়ে দিন কিংবা স্পঞ্জিং করিয়ে দিন। স্পঞ্জিংয়ের সময় রোগী যদি থরথর করে কাঁপে, তখন সঙ্গে সঙ্গে স্পঞ্জিং বা জলপট্টি বন্ধ করে দিন।

হুহু করে এসির ঠান্ডায় হতে পারে ভয়ঙ্কর বিপদ

এপ্রিল মাস পড়তে না পড়তেই তাপমাত্রার পারদ চড়ছে। আর এর মধ্যেই প্রায় সবার বাড়িতেই এসি চালানো শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আপনি কি জানেন এই এসির ঠান্ডা বাতাস যতই আরামদায়ক লাগুক না কেন এর থেকে হতে পারে নানা সমস্যা।

অনেকেই এই সময়ে গলা ব্যথা, শুকনো কাশি এবং গলায় অস্বস্তির মতো সমস্যায় ভোগেন। 'গ্রীষ্মকালীন সর্দি'-র বড় কারণ দীর্ঘ সময়ে ঠান্ডা বাতাসে থাকা।

অনেকে আবার গরমের সময়ে সারা রাত এসি খুব কম তাপমাত্রায় চালিয়ে রাখেন। তাঁরাও জ্বর, সর্দিকাশির মতো সমস্যায় ভোগেন।

বাইরে গরমের মধ্যে অনেকক্ষণ থাকার পরে ঘরে ঢুকেই এসি চালিয়ে দেন। এর ফলও হয় খুব খারাপ। গরমের মধ্যে শরীরের ঘাম এসির বাতাসে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেলেও তার ফলে ঠান্ডা লেগে হতে পারে সর্দি-কাশি, গলায় সমস্যা।

এসির বাতাস কী ভাবে অসুস্থ করে তোলে?

এয়ার কন্ডিশনার মূলত ঘরের ভেতরের বাতাস থেকে তাপ এবং আর্দ্রতা শুষে নিয়ে বাতাসকে ঠান্ডা করে। আর এতেই হয় বিপত্তি।

এসি চালালে ঘর শীতল হলেও বাতাসে জলের পরিমাণ কমে যায়। বেড়ে যায় শুষ্কতা। চিকিৎসকদের মতে, এই ঠান্ডা পরিবেশ অনেকের গলায় ও

শ্বাসতন্ত্রে একটা অস্বস্তি বা জ্বালার সৃষ্টি করে।

চিকিৎসকরা আরও জানিয়েছেন, এসির বাতাসে ঠান্ডা লেগে গলা শুকিয়ে আসা, শ্বাসকষ্ট বা শ্বাস নিতে অসুবিধা, টনসিলাইটিসের মতো গলার সমস্যাও হয় অনেকের।

ফুসফসে সমস্যা--- এসির বাতাসে ক্রমাগত ঠান্ডা লাগলে আপনার ফুসফুসেও সমস্যা তৈরি হতে পারে। যাঁদের খুব সহজেই ঠান্ডা লেগে যায়, তাঁদের হাঁপানি বা অ্যালার্জি হতে পারে। বারবার এই সমস্যা হলে শ্বাসকষ্ট জনিত অসুখ ব্রঙ্কোস্পাজমের শিকার হতে পারেন আপনি।

কী ভাবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন?

অনেকেই ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার নীচে তাপমাত্রায় এসি চালিয়ে রাখেন। এটি করতে বারণ করেছেন চিকিৎসকরা। ২৪ থেকে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে তাপমাত্রা রাখলে ঠান্ডা লাগার ঝুঁকি কিছুটা কমবে। পাশাপাশি এসির ফিল্টারগুলো অনেক সময়ে অপরিষ্কার হয়ে যায়। সেগুলো থেকেও ঘরের বাতাসে ধুলোবালি, ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া ছড়াতে পারে। তাই এসির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বা সার্ভিসিং করা অত্যন্ত জরুরি।

অনেকেই এসির বাতাসে ঠান্ডা লাগলে তাকে সাধারণ ভাইরাল সর্দি-কাশি বলে মনে করেন। সঠিক চিকিৎসা না হলে সহজেই এর থেকে আপনার ফুসফুসে সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

ভাল অভিভাবক হতে গেলে সন্তানের কোনও আচরণের কারণে রাগ, হতাশা না দেখিয়ে ওর মন বুঝতে শিখুন

খুদের দুষ্টুমি, দৌরাত্ম্য, অদ্ভুত সমস্ত কাণ্ডকারখানায় অনেক সময়ই মাথার ঠিক রাখতে পারেন না অভিভাবকেরা। বকাবকি করে ফেলেন, কখনও হয়তো হাতও উঠে যায়।

অন্য পক্ষে, খুদের মনেও অভিমান জমে। কিন্তু ছেলেমেয়েকে বড় করে তুলতে গেলে দ্রুত ধৈর্য হারালে চলবে কী করে? বরং সন্তানের মন বুঝে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে।

হতে হবে সন্তানের প্রতি মনোযোগী।

কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখলেই কিন্তু সন্তানের সঙ্গে বোঝাপড়া আরও ভাল হতে পারে। বাবা-মা ও খুদে মিলে তৈরি হতে পারে সুখী পরিবার। ১. সন্তানকে সুস্থ ও ভাল ভাবে বড় করার জন্য বাবা-মাকেও হতে হবে সচেতন। খুদের সমস্ত দুষ্টুমি মুখে বুজে সহ্য করা বা নিজের রাগ, খারাপ লাগা প্রকাশ না করা এগুলো তার উপায় নয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ধৈর্যশীল হওয়াটা দরকার। হয়তো সে এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে, যার জন্য মাথাগরম হওয়া স্বাভাবিক। তবে প্রচণ্ড বকাবকির বদলে তাকে বুঝিয়ে বলা দরকার, কেন কাজটা ভুল। এই ভুলে কী ক্ষতি হয়েছে বা হতে পারত।

২. খুদের মনে অনেক কৌতূহল থাকে। তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জরুরি। তার মন কী চাইছে, বুঝতে চেষ্টা করলে তার সঙ্গে বোঝাপড়া ভাল হয়। সন্তানকে বলতে দিন। আগেভাগে কোনও রকম বিচারে না গিয়ে, শুনুন তাঁর কথা। বোঝান যে, আপনি তার পাশে রয়েছেন।

৩. ডিজিটাল মিডিয়ার প্রতি ঝোঁক খুব কম বয়স থেকে তৈরি হচ্ছে এখন। একদম ছোট বেলায় থাকে নানা রকম কার্টুন দেখার বায়না। কিন্তু দীর্ঘ ক্ষণ মোবাইল বা ট্যাব দেখা চোখের জন্য ভাল নয়। অভিভাবক ও সন্তান মিলে ঠিক করুন, কোন সময় কে মোবাইল দেখবে, কত ক্ষণ দেখবে। সেই সময়ে একে অন্যকে কোনও ভাবেই বিরক্ত করা যেন না হয়!

৪. সন্তানের ছোট সাফল্যও উদ্যাপন করুন, কারণ এতে বাচ্চা কাজে উৎসাহ পাবে। আবার একই সঙ্গে ব্যর্থতা নিয়েও কথা বলা জরুরি। কেন সেটা হল না, কী হলে ভাল হবে, সন্তানকে বুঝিয়ে বলুন। ভুল থেকে শেখা যায়,

সেই শিক্ষাটা শুরু থেকে তাকে দেওয়া জরুরি।

৫. খুদে সদস্যের কিন্তু আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা থাকে না। বাবা-মা হিসাবে সন্তানের প্রতিক্রিয়ায় রাগ করার বদলে সহনশীল হওয়া দরকার। বরং সে যাতে মনের কষ্ট, অনুভূতিগুলি সঠিক ভাবে বলতে পারে, সে বিষয়ে উৎসাহ দিতে হবে। এই সমস্ত বিষয়গুলি মাথায় রাখলেই সন্তানের সচেতন অভিভাবক হয়ে ওঠা সম্ভব।

জুতো শিল্পে টেকনিক্যাল টেক্সটাইলের গুরুত্ব তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): জুতো শিল্পে টেকনিক্যাল টেক্সটাইলের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও তার প্রয়োগ নিয়ে বুধবার আলোকপাত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং-এর একটি নিবন্ধের উল্লেখ করে তিনি বলেন, টেকনিক্যাল টেক্সটাইল আর কেবল নতুন ধারণা নয়, বরং ইতিমধ্যেই এই শিল্পে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে গেছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, এখন মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত এই সংযুক্তিকে চিহ্নিত করা, সংগঠিত করা এবং বৃহত্তর পরিসরে বিস্তার ঘটানো, যাতে জুতো শিল্পকে আরও সুসংহতভাবে টেকনিক্যাল টেক্সটাইল ইকোসিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

গিরিরাজ সিং তাঁর বক্তব্যে বলেন, টেকনিক্যাল টেক্সটাইল দ্রুত ভারতের জুতো শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। এটি উদ্ভাবন বাড়াচ্ছে, পণ্যের মানোন্নয়ন করছে এবং রপ্তানি শক্তিশালী করছে।

তিনি আরও বলেন, "জুতো শিল্পের সুপ্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ববাজারে তা বিস্তার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারতের শক্তিশালী উৎপাদনভিত্তি, দক্ষ কর্মশক্তি, উদ্ভাবন ও টেকসই উন্নয়নের সমন্বয় দেশকে বৈশ্বিক মূল্যশৃঙ্খলে শীর্ষস্থানে পৌঁছে দিতে পারে।"

মন্ত্রী জানান, বর্তমানে গ্রাহকরা বেশি আরামদায়ক ও কার্যক্ষম জুতো চাইছেনএক্ষেত্রে টেকনিক্যাল টেক্সটাইল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে জুতোর ওজন কমানো, কুশনিং বাড়ানো, বায়ু চলাচল ও স্থায়িত্ব উন্নত করা সম্ভব হচ্ছে।

তিনি উল্লেখ করেন, জুতো শিল্পকে টেকনিক্যাল টেক্সটাইলের আওতায় আনলে উদ্ভাবন বাড়বে, রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে উচ্চমানের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

"আত্মনির্ভর ভারত" প্রসঙ্গে গিরিরাজ সিং বলেন, এটি শুধু উৎপাদনে স্বনির্ভরতার কথা নয়, বরং বৈশ্বিক বাজারে নেতৃত্ব দেওয়ার লক্ষ্যও বহন করে। তিনি জানান, ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জুতো উৎপাদক হলেও বৈশ্বিক রপ্তানিতে দেশের অংশীদারিত্ব এখনও তুলনামূলকভাবে কম।

এই ব্যবধান কাটিয়ে উঠতে উপকরণ ও নকশায় পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন তিনি। আগ্রার বিভিন্ন উৎপাদন ইউনিট পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, অনেক ক্ষেত্রেই উন্নত উপাদান ব্যবহার করা হলেও সেগুলিকে টেকনিক্যাল টেক্সটাইল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না।এছাড়াও, দিল্লিতে এক শিল্প বৈঠকে অংশ নিয়ে তিনি জানান, বর্তমানে হালকা, আরামদায়ক, টেকসই ও বায়ু চলাচলসমৃদ্ধ জুতোর চাহিদা দ্রুত বাড়ছে, যা এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

এসসিও বৈঠকে রাজনাথের মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক 'পাকিস্তানকে ক্লিনচিট' দেওয়ার অভিযোগ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের অভিযোগ, তাঁর বক্তব্যে পাকিস্তানকে "লজ্জাজনকভাবে ক্লিনচিট" দেওয়া হয়েছে।

এসসিও বৈঠকে রাজনাথ সিং বলেন, সন্ত্রাসবাদের কোনও জাতীয়তা বা ধর্ম নেই এবং কোনও কারণই সন্ত্রাসবাদকে ন্যায্যতা দিতে পারে না। তাঁর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই কংগ্রেসের সমালোচনা শুরু হয়।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও শেয়ার করে বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী এই মন্তব্য করেছেন এবং এতে পাকিস্তানকে ক্লিনচিট দেওয়া হয়েছে।"

তিনি প্রশ্ন তোলেন, "পাকিস্তান কি সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর নয়? ভারতের বিরুদ্ধে কি সেখানে জঙ্গি শিবির নেই?" একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, এই অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি করা এবং চিনের প্রতি নরম মনোভাবের অংশ।উল্লেখ্য, সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন-এর বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং 'রাষ্ট্রপোষিত সন্ত্রাসবাদ'-এর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার কথাও বলেন এবং সন্ত্রাস দমনে দ্বিচারিতা না করার আহ্বান জানান, যা অনেকের মতে পাকিস্তানের প্রতি পরোক্ষ বার্তা।

এছাড়া তিনি 'অপারেশন সিন্দুর'-এর উল্লেখ করে বলেন, এটি সন্ত্রাসবাদ ও তার মদতদাতাদের বিরুদ্ধে ভারতের 'জিরো টলারেন্স' নীতির প্রমাণ।

প্রসঙ্গত, গত বছর পাহালগাম জঙ্গি হামলার পর এই অভিযান চালানো হয়েছিল বলে তিনি জানান।

এই ইস্যুতে রাজনৈতিক তরজা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মণিপুরে আন্তঃরাজ্য মাদক চক্র ভাঙল ৩ কোটির বেশি মূল্যের আফিম উদ্ধার

ইম্ফল, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): বড়সড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। মণিপুরে অভিযান চালিয়ে আন্তঃরাজ্য মাদক পাচার চক্র ভেঙে ৫১ কেজি আফিম উদ্ধার করা হয়েছে, যার আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য ৩ কোটিরও বেশি। গ্রেফতার করা হয়েছে পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের দুই পাচারকারীকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জিরিবাম জেলার লেইঙ্গাংপোকপি গ্রামে ইম্ফল-জিরিবাম জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৩৭)-এ একটি ট্রাক আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকেই বিপুল পরিমাণ আফিম উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থল থেকেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।

ধৃতদের পরিচয় সুখবিন্দর সিং (৩০), পাঞ্জাবের বাসিন্দা এবং সন্দীপ সিং তিলনো (৪১), উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। তাঁদের কাছ থেকে ৫১ কেজি আফিম ভর্তি দুটি কার্টন, তিনটি মোবাইল ফোন এবং পাচারের কাজে ব্যবহৃত ট্রাক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এই মাদক চালান মায়ানমার থেকে আনা হচ্ছিল এবং জিরিবাম ছিল সম্ভাব্য গন্তব্য। এই জেলা অসমের সঙ্গে সংযুক্ত, যা আবার বাংলাদেশের সীমানার কাছাকাছি হওয়ায় পাচারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উল্লেখ্য, মায়ানমারের কাচিন ও শান প্রদেশ আফিম উৎপাদনের জন্য পরিচিত। গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি দ্বিতীয় বড় মাদকবিরোধী অভিযান।এর আগের দিন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি), আসাম রাইফেলস এবং মণিপুর পুলিশের যৌথ অভিযানে ৪.২৬৭ কেজি হেরোইন (মূল্য প্রায় ৮.৫ কোটি টাকা) উদ্ধার করা হয় এবং দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়। চুরাচাঁদপুর জেলার খুয়াখুয়াল এলাকার কাছে এই অভিযান চালানো হয়।

জানা গিয়েছে, মণিপুরের চুরাচাঁদপুর, তেংনৌপাল, চন্দেল, কামজং ও উখরুলএই পাঁচটি জেলা মায়ানমারের সঙ্গে প্রায় ৩৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ অনিরাপদ আন্তর্জাতিক সীমান্ত ভাগ করে, যা মাদক পাচারের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকা।তদন্ত চলছে এবং মাদক চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি জোরদার করা হয়েছে।

কেজরিওয়ালের 'সত্যাগ্রহ' নিয়ে বিতর্ক, সংবিধান অবমাননার অভিযোগ বিজেপি সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): আম আদমি পার্টি (আপ)-এর জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের 'সত্যাগ্রহ' প্রসঙ্গে তীব্র সমালোচনায় সরব হলেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সাংসদরা। তাঁদের অভিযোগ, কেজরিওয়াল দেশের সংবিধানকে "অপমান" করেছেন।

এই প্রতিক্রিয়া আসে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্ণা কান্তা শর্মার প্রতি অনাস্থা জানিয়ে কেজরিওয়ালের বক্তব্যের পর। দিল্লির আবগারি নীতি মামলায় বিচারপ্রক্রিয়ায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে হাজির হবেন না বা আইনজীবীর মাধ্যমেও প্রতিনিধিত্ব করবেন না বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন।

বিজেপি সাংসদ যোগেন্দ্র চান্দোলিয়া বলেন, "অরবিন্দ কেজরিওয়াল ভারতের সংবিধানকে অপমান করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং তাঁকে গ্রেফতার করা উচিত।"

আরেক সাংসদ হর্ষ মালহোত্রা কটাক্ষ করে বলেন, "যারা একসময় প্রতিটি মহল্লায় মদের দোকান খোলার কথা বলেছিল, আজ তারাই সত্যাগ্রহের কথা বলছে। মহাত্মা গান্ধী মদের বিরোধী ছিলেনতাই রাজঘাটে গিয়ে সত্যাগ্রহের কথা বলা লজ্জাজনক।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, আবগারি নীতি মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার কারণেই কেজরিওয়াল ও তাঁর দল আদালতের বিরোধিতা করছেন এবং নিজেদের অপরাধ আড়াল করতে এই পথ বেছে নিচ্ছেন।

বিজেপি সাংসদ প্রবীণ খাণ্ডেলওয়াল বলেন, "একজন মামলাকারী নিজেই বিচারপতি ঠিক করতে পারেন না। বিচারব্যবস্থা এভাবে কাজ করে না।"

অন্যদিকে, বিজেপি সাংসদ স্বাতী মালিওয়ালও কেজরিওয়ালের আচরণের সমালোচনা করে বলেন, "এ কেমন সত্যাগ্রহ, যেখানে তিনি বলছেন 'আমি চোর নই, এই বিচারপতিকে চাই না'? এটি অরাজকতা, রাজনীতিতে এমন আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়।"

তিনি আরও বলেন, "দেশে মহিলা বিচারপতির সংখ্যা খুবই কম। বিচারপতি শর্মা নিজের যোগ্যতায় এই জায়গায় পৌঁছেছেন, তাঁকে অপমান করা হচ্ছে।"

উল্লেখ্য, কেজরিওয়াল তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন, বিচারপতি স্বর্ণা কান্তা শর্মার কাছ থেকে ন্যায়বিচারের আশা তিনি হারিয়েছেন এবং তাই তিনি মহাত্মা গান্ধীর দেখানো 'সত্যাগ্রহ'-এর পথ অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করার অধিকার সংরক্ষণ করবেন।

এই ঘটনাটি এমন সময় সামনে এল, যখন বিচারপতি শর্মা কেজরিওয়ালের মামলাটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার আবেদন খারিজ করে দেন। কেজরিওয়ালের পর প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়াও একই বিষয়ে চিঠি লিখেছেন।

EDUCATIONAL NOTIFICATION

Applications are invited from the aspirant eligible candidates for Central Government Nomination (CGN) to MD (Ayurveda & Homoeopathy) Courses for the academic session 2026-2027.

All the aspiring eligible candidates are requested to visit the website of www.dme.gov.in for details information regarding eligibility, Seat Matrix, Guideline etc. Submission of applications in the prescribed proforma accordingly for necessary forwarding as per guideline for Central Government Nominee (CGN) to MD (Ayurveda & Homoeopathy) courses for the session 2026-2027.

This is issued in pursuance of the approval of the Health & Family Welfare Department; Govt. of Tripura dated 25.04.2026.

The last date of receiving the filed up applications by the undersigned is on or before 08-05-2026 up to 5 p.m.

[Prof. (Dr.) H.P. Sarma]
Director of Medical Education
Government of Tripura.

ICA/D-94/26

Notice Inviting Tender for hiring of "Vehicle" for Office use)

Sealed eTenders are hereby invited by the Directorate of Information Technology, Govt. of Tripura, ITI Road, Indranagar, Agartala-6 for hiring of 3(three) nos. of Commercial Vehicle for office use: -

Maruti Wagon R or Other equivalent vehicle

Detailed terms & conditions may be seen at Tripura Tender Portal: https://tripuratenders.gov.in. Bidders have to submit tender response online in https://tripuratenders.gov.in only. Copy of tender can be downloaded from https://tripuratenders.gov.in and also from DIT website at https://dit.tripura.gov.in.

The interested tenderers may submit the eTender at Tripura Tender Portal: https://tripuratenders.gov.in on or before 12 P.M. on 11th May, 2026.

ICA/C-191/26

Director
Directorate of IT,
Govt. of Tripura

ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী-নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষ পশ্চিম সিংভূমের জঙ্গলে গুলির লড়াই

চাইবাসা (ঝাড়খণ্ড), ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): ঝাড়খণ্ডের পশ্চিম সিংভূম জেলার জঙ্গলে বুধবার সকালে মাওবাদী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছে, টোন্টো থানার অন্তর্গত রুতুঘুটু এলাকার ঘন জঙ্গলে টহল দিচ্ছিল কোবরা ২০৯ ব্যাটালিয়ন-এর জওয়ানরা। সেই সময় ওত পেতে থাকা মাওবাদীরা আচমকা গুলি চালায়। পাল্টা জবাব দেয় নিরাপত্তা বাহিনী, শুরু হয় গুলির লড়াই, যা মাঝে মাঝেই চলতে থাকে।

গত দু'দিন ধরে গোয়েলকেরা থানার বোরোই ও টুনবেড়া এলাকায় জোরদার তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল নিরাপত্তা বাহিনী। সেই অভিযানের মধ্যেই বুধবার ভোর সাড়ে ৪টা নাগাদ এই হামলার ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পর গোটা এলাকায় উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জঙ্গল ঘিরে ফেলে বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। অমিত রেনু, পশ্চিম সিংভূমের পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চলছে এবং পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

সম্প্রতি এক প্রাক্তন মাওবাদীর মৃত্যুর পর থেকেই গোয়েলকেরা এলাকায় মাওবাদী কার্যকলাপ বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। সূত্রের খবর, মাওবাদী কমান্ডার মিসির বেসরা-র নেতৃত্বে একটি দল এই অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

এছাড়া সারান্ডা ও কোলহান অঞ্চলের সীমান্তবর্তী জঙ্গল এলাকায় মাওবাদী তৎপরতা বৃদ্ধির সম্ভাবনার খবর আগেই পেয়েছিল নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। ঘটনার পর পুরো জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে।

বর্তমানে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী দুর্গম জঙ্গল এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে, যাতে মাওবাদীদের দমন করা যায়।

২০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার, আন্তঃরাজ্য পাচারচক্র ভেঙে দিল এনসিবি; গ্রেফতার ৬

চেন্নাই, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): বড়সড় মাদক পাচারচক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ২০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি)। এই ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে একজন দ্বৈত খুনের অভিযুক্ত এবং আরেকজন মাদুরাইয়ের এক গ্যাংস্টারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী বলে জানা গেছে।

এনসিবি সূত্রে জানা গেছে, ওড়িশা থেকে তামিলনাড়ুতে গাঁজার এই চালান আনা হচ্ছিল। রবিবার চেন্নাইয়ের উপকণ্ঠে তিরুভল্লুর জেলার নাল্লুর টোল প্লাজায় একটি গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে গাড়ি থেকে প্রায় ১০টি বান্ডিলে লুকিয়ে রাখা গাঁজা উদ্ধার করা হয়, যার বাজারমূল্য ১ কোটিরও বেশি।

গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তেলেঙ্গানা পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে এই অভিযান চালায় এনসিবি। ঘটনাস্থল থেকে গাড়িতে থাকা পাঁচজনকে প্রথমে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে মূল চক্রী নাগালিঙ্গম ওরফে রঘুকে গ্রেফতার করা হয়।

এনসিবি জানিয়েছে, রঘু কোয়েম্বাটুরে এই চালান গ্রহণ করার কথা ছিল এবং তিনি মাদুরাইয়ের কুখ্যাত গ্যাংস্টার ভেল্লাকালির সঙ্গে যুক্ত একটি অপরাধচক্রের সদস্য। তাঁর বিরুদ্ধে ২০২২ সালে বিরুধুনগর জেলায় দ্বৈত খুনের মামলা রয়েছে, যার পরোয়ানা এখনও জারি আছে।

এছাড়াও ২০২৪ সালে মাদুরাইয়ে আর্মস অ্যাক্টে মামলা এবং ২০২৫ সালে করুরে এনডিপিএস আইনে আরেকটি মামলায় তাঁর নাম জড়িয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

অন্য অভিযুক্তদের পরিচয় তদন্তের স্বার্থে গোপন রাখা হয়েছে। ধৃত ছয়জনকেই বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

এনসিবি জানিয়েছে, এই আন্তঃরাজ্য পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও সদস্যদের চিহ্নিত করা এবং আর্থিক লেনদেনের হদিস পেতে তদন্ত চলছে।

সংস্থার চেন্নাই জোনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ১,৭০৩.৩৫ কেজি গাঁজা, ৮৭.৬৪ কেজি হ্যাশিশ তেল এবং ১.০৪৫ কেজি অ্যামফেটামিন উদ্ধার করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত মামলায় মোট ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৫.১৫ কোটি টাকা।

PRESS SHORT NOTICE INVITING TENDER/No.03 /EE/E-CELL/ARDD/2026-2027.

The Executive Engineer, E-Cell, ARDD, P.N.Complex, Agartala invites on behalf of the Governor of Tripura sealed percentage rate tender in P.W.D. Format TRI-7 from the enlisted contractors registered in the appropriate class of Tripura PWD/MES/RAILWAYS/CPWD/TTAADC having experience in similar nature of the following works.

Sl No.	Name of work & DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Completion Time	Cost of Tender Form
1	Construction of Gaushala at Dhanpur Under Kathalia Block Shepahijala District./Construction of Chain link Fencing. DNIT No:- 11/EE/E-CELL/ARDD/2026-27	Rs. 2,70,862	Rs. 5,417	30(Thirty) Days	Rs. 1,000
2	Renovation of pig shed unit No-1 at Satelite nucleus pig unit, R.K. Nagar, Under West Tripura. DNIT No:01/EE/E-CELL/ARDD/2026-27	Rs. 4,85,289	Rs. 9,706	90(Ninety) Days	Rs. 1,000

I. Receipt of Application up to 3 PM on 11.05.2026.
II. Issue of Tender paper upto 4 PM on 11.05.2026.
III. Sealed Tender receipt upto 3PM of 13.05.2026 at this office.
IV. Tender will be Opened on 13/05/2026 at 3.30 PM (If possible)

NB: - For details please contact to the office of the undersigned.

ICA/C-183/26

(Othello Dewan),
Executive Engineer
Engineering Cell, ARDD.
P.N.Complex, Agartala.

ইকুয়েডরের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জয়শঙ্করের, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে জোর

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর বুধবার ইকুয়েডরের বিদেশমন্ত্রী গ্যাব্রিয়েলা সোমারফেল্ড-এর সঙ্গে বৈঠক করে বাণিজ্য, কৃষি, স্বাস্থ্য, ডিজিটাল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে জয়শঙ্কর জানান, ইকুয়েডরের বিদেশমন্ত্রী গ্যাব্রিয়েলা সোমারফেল্ড রোসেরোর ভারত সফরকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, কৃষি, ডিজিটাল এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা গভীর করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বহুপাক্ষিক মঞ্চেও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করব।"

তিনি ইকুয়েডরের আন্তর্জাতিক সৌর জোট এবং আন্তর্জাতিক বিগ ক্যাট জোট-এ যোগদানের প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। পাশাপাশি, দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামোর জন্য জোট-এর সদস্য হিসেবে ইকুয়েডরের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন।

এছাড়া 'কুইক ইমপ্যাক্ট প্রজেক্ট'-এর বাস্তবায়নে অর্থায়ন সংক্রান্ত একটি চুক্তি হয়েছে বলেও জানান জয়শঙ্কর। তাঁর মতে, এটি দুই দেশের উন্নয়নমূলক অংশীদারিত্ব আরও মজবুত করার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ইকুয়েডরের বিদেশমন্ত্রী তিন দিনের ভারত সফরে বুধবার নয়াদিল্লিতে পৌঁছেছেন। এই সফরে তিনি মহাত্মা গান্ধী-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাজঘাট পরিদর্শন করবেন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা, পীযূষ গয়াল এবং প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্গেরিটা-এর সঙ্গে বৈঠক করবেন।

উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সালে ভারত ও ইকুয়েডর-এর মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরপর থেকে দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়াতে একাধিক বৈঠক ও চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

গ্রেট নিকোবর প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ রাহুলের, 'এটি উন্নয়ন নয়, ধ্বংস'

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): গ্রেট নিকোবর দ্বীপে প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। দ্বীপ পরিদর্শনের পর তিনি এই প্রকল্পকে দেশের প্রাকৃতিক ও উপজাতীয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে "সবচেয়ে বড় প্রতারণা ও গুরুতর অপরাধগুলির একটি" বলে অভিহিত করেছেন।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে রাহুল বলেন, "আজ আমি গ্রেট নিকোবর দ্বীপ ঘুরে দেখলাম। জীবনে দেখা সবচেয়ে অসাধারণ বনভূমি এটি। এমন গাছ, যা বহু প্রজন্ম ধরে বেড়ে উঠেছে। এখানকার মানুষও অত্যন্ত সুন্দরআদিবাসী সম্প্রদায় হোক বা বসতি স্থাপনকারীকিন্তু তাদের প্রাপ্য অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, "সরকার যাকে 'প্রকল্প' বলছে, আমি যা দেখেছি তা কোনও প্রকল্প নয়। লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা পড়ার জন্য চিহ্নিত। ১৬০ বর্গকিলোমিটার রেইনফরেস্ট ধ্বংসের মুখে। মানুষের বাড়িঘর কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, অথচ তাদের মতামত উপেক্ষিত। এটি উন্নয়ন নয়, উন্নয়নের ভাষায় মোড়া ধ্বংস।"

এই প্রকল্প বন্ধের দাবি জানিয়ে কংগ্রেস নেতা বলেন, "গ্রেট নিকোবরে যা হচ্ছে, তা আমাদের সময়ের অন্যতম বড় কেলেঙ্কারি এবং দেশের প্রাকৃতিক ও উপজাতীয় ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ। এটি বন্ধ হওয়া উচিত এবং তা সম্ভবযদি দেশের মানুষ বাস্তবটা দেখতে পান।"

এর আগে, গত ২ এপ্রিল রাহুল গান্ধী গ্রেট নিকোবর সফরে গিয়ে ক্যাম্পবেল বে-র রাজীব নগরে স্থানীয় নিকোবারিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে কেন্দ্রের প্রায় ৯২ হাজার কোটি টাকার মেগা অবকাঠামো প্রকল্প নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তারা।

এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমি আজ বেশি কিছু বলতে চাই না। আমি এখানে আপনাদের কথা শুনতে এসেছি এবং আশ্বাস দিতে চাই যে আপনাদের জন্য যা করার দরকার, আমরা তা করব।"উল্লেখ্য, এর আগে রবিবার গ্রেট নিকোবরের এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠকে তিনি সংসদে এই বিষয়টি তোলার আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং পরিস্থিতি বুঝতে নিজে দ্বীপে যাওয়ার কথাও জানিয়েছিলেন।

জইশ-ই-মহম্মদে পুনর্গঠন, মাসুদ আজহারের অসুস্থতা ঘিরে গোপনীয়তা বজায় রাখছে আইএসআই

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম)-এর প্রধান মাসুদ আজহার-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে একাধিক জল্পনার মাঝে সংগঠনের ভেতরে বড়সড় পুনর্গঠনের খবর সামনে এসেছে।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, আজহারের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে এবং এই তথ্য গোপন রাখতে সক্রিয় রয়েছে আইএসআই।

গোয়েন্দা সংস্থার এক আধিকারিক জানান, সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী আজহার এতটাই অসুস্থ যে তিনি হাঁটাচলা করতেও অক্ষম। তবে এই তথ্য প্রকাশ্যে আসুক, তা চায় না আইএসআই। এমনকি পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমকে এই বিষয়ে কিছু না প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি।

উল্লেখ্য, বালাকোট এয়ারস্ট্রাইক-এর পর থেকেই আজহার কার্যত জনসমক্ষে অনুপস্থিত। এরপর মাত্র একবার তাঁকে দেখা গিয়েছে। মাঝে মাঝে কিছু অডিও বার্তা সামনে এলেও তার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই পুরনো অডিও ছড়িয়ে সংগঠনের কর্মীদের মনোবল ধরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

পাকিস্তানের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরেশি-ও আজহারের অসুস্থতার কথা নিশ্চিত করেছেন বলে সূত্রের খবর। রমজান মাসে প্রকাশিত একটি অডিও বার্তায় তাঁর কণ্ঠস্বর দুর্বল শোনায়, যা অসুস্থতার ইঙ্গিত দেয়।গোয়েন্দাদের মতে, আইএসআই এই তথ্য গোপন রাখার পিছনে দু'টি প্রধান কারণ রয়েছেএকদিকে সংগঠনের কর্মীদের মনোবল অটুট রাখা, অন্যদিকে নেতৃত্ব পরিবর্তনের প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন রাখা।

সূত্রের খবর, জইশ-ই-মহম্মদে নেতৃত্ব এখন সীমিত সংখ্যক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত করা হচ্ছে। সংগঠনের শীর্ষস্তরে মাত্র পাঁচজনকে রাখা হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছেন আজহারের বোন সাদিয়া আজহার, তালহা-আল-সাইফ, মুফতি আসগর (অপারেশন প্রধান), মোহাম্মদ হাসান (মুখপাত্র) এবং মৌলানা সারি মাসুদ আহমেদ (প্রচার ও র‍্যাডিক্যালাইজেশন শাখার প্রধান)।

আজহারের ডেপুটি হিসেবে পরিচিত আবদুল রউফ আজহার-এর ভবিষ্যৎ নিয়েও জল্পনা রয়েছে। ২০২৫ সালে তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়ালেও তা নিশ্চিত নয়। তিনি জীবিত থাকলে নেতৃত্বের দৌড়ে এগিয়ে থাকতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

গোয়েন্দা মহলের মতে, জইশ-ই-মহম্মদকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে আইএসআই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিচ্ছে। সংগঠনের কাঠামো পুরোপুরি স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত মাসুদ আজহারের অবস্থা নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে না বলেই ইঙ্গিত মিলছে।

'রুবাত' বিতর্কে তদন্তের নির্দেশ, হজ পরিষেবা নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে তোলপাড় মধ্যপ্রদেশ

ভোপাল, ২৯ এপ্রিল (আইএএনএস): হজযাত্রীদের জন্য ঐতিহাসিক 'রুবাত' আবাসন সুবিধা না পাওয়া নিয়ে মধ্যপ্রদেশে শুরু হয়েছে বিতর্ক। অভিযোগ উঠতেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে মধ্যপ্রদেশ ওয়াকফ বোর্ড।

জানা গিয়েছে, ভোপালের হজযাত্রীরা গত পাঁচ বছর ধরে মক্কা ও মদিনায় এই বিনামূল্যের ঐতিহ্যবাহী আবাসন সুবিধা পাচ্ছেন না। 'রুবাত' মূলত সৌদি আরবে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক আবাসন ব্যবস্থা, যা ভোপালের প্রাক্তন রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং হজযাত্রীদের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ছিল।

এই নিয়ে কংগ্রেস বিধায়ক আরিফ মাসুদ-সহ একাধিক প্রতিনিধির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি জমা পড়েছে। সেখানে অভিযোগ করা হয়েছে, আওকাফ-ই-শাহী ট্রাস্টের মুতাওয়াল্লি (ট্রাস্টি) সাবা সুলতান এবং ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত সিকান্দার হাফিজের গাফিলতির কারণেই এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলার ফলে 'রুবাত'-এর পরিচালনভার সৌদি আরবের স্থানীয় ওয়াকফ কর্তৃপক্ষের হাতে চলে যায়। এমনকি সাবা সুলতান সৌদি আরবের একটি আদালতে হাজির না হওয়ায় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তন আসে বলেও দাবি করা হয়েছে।

যদিও এই অভিযোগগুলি স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি বলে জানিয়েছে আইএএনএস।

এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়ে আরিফ মাসুদ বলেন, "১৫ দিনের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না মিললে এফআইআর দায়ের করা উচিত। দায় নির্ধারণে সময়সীমাবদ্ধ তদন্ত জরুরি।"

অন্যদিকে, ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান সানওয়ার প্যাটেল জানিয়েছেন, আপাতত এফআইআর করা হবে না। প্রথমে অভ্যন্তরীণ তদন্তের মাধ্যমে নথি ও প্রমাণ খতিয়ে দেখা হবে।

তাঁর কথায়, "প্রমাণের ভিত্তিতে বিস্তারিত তদন্ত হবে। তারপরই পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।"

এদিকে, সাবা সুলতান এখনও এই অভিযোগের বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

ঘটনাটি রাজ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়িয়েছে এবং ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় আরও স্বচ্ছতার দাবি উঠেছে। বর্তমানে বিষয়টি তদন্তাধীন এবং ওয়াকফ বোর্ডের রিপোর্টের উপর নির্ভর করবে পরবর্তী পদক্ষেপ।

জোলাইবাড়ী বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয় লোকজনরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার্জ, ২৯ এপ্রিল: কালবৈশাখীর প্রবল ঝড়ের পর শান্তির বাজার মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ পরিষেবা মুখথুবরে পরেছে। শান্তির বাজার মহকুমায় দুইটি বিদ্যুৎতের কার্যালয় রয়েছে। একটি শান্তিরবাজারে অপরটি জোলাইবাড়ীতে। এই দুই কার্যালয়ের কর্মীদের খামখেয়ালীপনার শিকার শান্তির বাজার মহকুমাবাসী।
বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎতের খুঁটি ঝুকিপূর্ন অবস্থায় থাকার পরেও দপ্তরের কর্মীরা গরিমসীদেখাচ্ছে। শান্তির বাজার মহকুমার মুহুরীপুর এলাকায় দীর্ঘ ৭৬ ঘন্টাবিদ্যুৎ পরিষেবা নেই। দপ্তরের কর্মীদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এতে করে মুহুরীপুর কলোনী এলাকার বাসিন্দারা জোলাইবাড়ী বিদ্যুৎ দপ্তরের কার্যালয়ে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।
স্থানীয় লোকজনদের অভিযোগ জোলাইবাড়ী বিদ্যুৎ দপ্তরের এস ডি ও বিশ্বনাথ রিয়াং ও সিনিয়র ম্যানেজার গকুল লষ্করের গাফিলতীর কারনে লোকজনেরা কষ্টের সন্মুখিন হতেহচ্ছে। অপরদিকে শান্তির বাজার বিদ্যুৎ দপ্তরের খামখেয়ালীপনায় শান্তির বাজার পুরপরিষদের ৩ নং ওয়ার্ডে ৪৮ ঘন্টা যাবৎ পরিষেবা বিছিন্নহয়েরয়েছে। বিদ্যুতের একটি খুঁটি ভগ্নদশায় রয়েছে। এই খুঁটি সারাইয়ের কোনোপ্রকার উদ্দ্যোগ গ্রহন করছেনা দপ্তরের কর্মীরা। এখন সকলে চাইছে বিদ্যুৎ দপ্তর যেন সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। এখন দেখার বিষয় লোকজনদের সঠিকভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে প্রসাশন কিপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

সাব্রুম এমএমডি কলেজে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

সাব্রুম, ২৯ এপ্রিল: জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস)-এর উদ্যোগে বুধবার সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত (এমএমডি) কলেজে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ বা রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং বিষয়ক এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ, এনএসএস উপদেষ্টা অধ্যাপক অজয় দেববর্মা, ড. তপন শীল, ড. মহুয়া চৌধুরী, ড. উমা বেগম সহ কলেজের অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বৃষ্টির জল সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং বর্তমান সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কলেজ অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ বলেন, টানা বর্ষণ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা সম্ভব এবং তা ভবিষ্যতে জল সংকট মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি জানান, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং হল ছাদ, খোলা মাঠ বা রাস্তা থেকে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে তা পরবর্তী ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করার একটি পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি।
ড. তপন শীল বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে বাড়ির ছাদ থেকে জল সংগ্রহ করে পাইপের মাধ্যমে ফিল্টারে পাঠিয়ে ট্যাঙ্কে সংরক্ষণ করা যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী সেই জল গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। এছাড়াও বৃষ্টির জলকে বোরওয়েল বা কূপের মাধ্যমে সরাসরি মাটির নিচে পাঠিয়ে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বৃদ্ধি করা যায় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
বক্তারা আরও জানান, পুকুর বা ছোট জলাধার তৈরি করে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করলে তা কৃষিকাজ ও দৈনন্দিন বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন শহরে জল সংকট দেখা দেওয়ায় জল সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যে ৬.৪৮ লক্ষেরও বেশি গ্রামীণ পরিবার নিরাপদ পানীয়জলের সুবিধা পাচ্ছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: ত্রিপুরায় জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও সর্বজনীন করার লক্ষ্যে জল জীবন মিশন (জে.জে.এম) ২.০-র অধীনে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে মৌ স্বাক্ষর প্রদান অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আজ আগরতলায় মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের ওয়ার রুমে এক ভার্চুয়াল কর্মসূচি আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি কেন্দ্রীয় জলশক্তি মিশনের মন্ত্রী সি.আর, পাটিল, কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ভি. সোমান্না, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা সহ কেন্দ্র ও রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে কেন্দ্রীয় পানীয়জল ও স্যানিটেশন দপ্তরের সচিব তথা জলশক্তি মিশনের সঙ্গে যুক্ত অশোক কে. মিনা আজকের কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি জল জীবন মিশন ২.০-এর লক্ষ্য কর্মপদ্ধতি এবং রাজ্যগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিআর, পাটিল ত্রিপুরা সরকারের জল জীবন মিশনের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি বিশেষ করে প্রান্তিক অঞ্চলে জল পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান ত্রিপুরা সরকারের বিরাট ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। ইতিমধ্যেই বিরাট শতাংশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি বাকি কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার উপর বিশেষ জোর দেন এবং কাজের গতি আরও বৃদ্ধি করার জন্য আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন জল জীবন মিশনের সফল বাস্তবায়ন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জল জীবন মিশন ২.০-এর সময়সীমা ২০২৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি আরও গতিশীল হবে। আজকের এই মৌ স্বাক্ষর কর্মসূচি কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতার এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরায় ৮৬.৩৪ শতাংশ পরিবারকে ফাংশনাল হাউসহোল্ড ট্যাপ কানেকশন (এফ.এইচ.টি.সি.)-এর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে এবং ৬.৪৮ লক্ষেরও বেশি গ্রামীণ পরিবার ইতিমধ্যেই নিরাপদ পানীয়জলের সুবিধা পাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন জল জীবন মিশন শুরু হওয়ার আগে এই সংখ্যা ছিলো অত্যন্ত কম, যা এখন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যে ১৩১টি গ্রাম এবং ৪,৭১১টি বসতিকে শতভাগ এফ.এইচ.টি.সি-র আওতায় আনা হয়েছে। পাশাপাশি ৪,৩১৯টি বিদ্যালয়ে এবং ৮,৫৮৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। তিনি সুজলম ভারত কর্মসূচি, জল অর্পণ দিবস, জল সেবা আঙ্কলন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের কথাও উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি মৌ স্বাক্ষরের নথিপত্র হস্তান্তর করা হয়। এই উদ্যোগ ত্রিপুরার জল সরবরাহ ব্যবস্থাকেও আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

বিদ্যুৎ ও রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ, অভিযোগ জোলাইবাড়ির মধুলা সর্দার পাড়ার বাসিন্দাদের

শান্তিরবাজার, ২৯ এপ্রিল: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জোলাইবাড়ি বিধানসভা এলাকার মুহুরীপুর আর এফ-এর মধুলা সর্দার পাড়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ও রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, গত পাঁচদিন ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হলেও বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
স্থানীয় বাসিন্দা গোপাল মহাজন জানান, বারবার মুহুরীপুর বিদ্যুৎ দপ্তরে ফোন করা হলেও অধিকাংশ সময় ফোন ধরা হয় না। এমনকি বিদ্যুৎ বিভ্রাটের বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও কর্মী ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়নি বলে অভিযোগ।
এলাকাবাসীর দাবি, মধুলা সর্দার পাড়ার রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এই রাস্তা দিয়েই রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় এবং সাধারণ মানুষদের দৈনন্দিন যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সংস্কার না হওয়ায় বর্ষার সময় দুর্ভোগ আরও বেড়েছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, জরুরি অবস্থায় রোগী নিয়ে যাওয়ার সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, মুহুরীপুর সাব-সেন্টারের বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের দাবি, দপ্তরে ফোন করা হলেও সাড়া মেলে না। এমনকি কিছু কর্মী মদ্যপ অবস্থায় অফিসে থাকেন বলেও অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
এলাকাবাসী শান্তিরবাজার মহকুমা শাসক, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়েছেন।

জোলাইবাড়ীতে জাতীয় সড়কে মুখোমুখি বাইক সংঘর্ষ, গুরুতর আহত দুই যুবক

জোলাইবাড়ী, ২৯ এপ্রিল: জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন জাতীয় সড়কে দুইটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন দুই যুবক। বুধবার এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, টিআর০৮ এফ ৭৯৬০ নম্বরের একটি বাইক এবং টি আর ০৮ ৬৫৯৪ নম্বরের অপর একটি বাইকের মধ্যে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষের জেরে দুই বাইক আরোহীই ছিটকে জাতীয় সড়কের উপর পড়ে গুরুতর আহত হন।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জোলাইবাড়ী দমকল বাহিনীর কর্মীরা। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।
আহতদের পরিচয় জানা গেছে, একজন বীরচন্দ্র মনু এলাকার বাসিন্দা পাইছো মগ (১৯) এবং অপরজন জোলাইবাড়ীর বাসিন্দা শুভ্রজিৎ দেবনাথ। জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক সংবাদমাধ্যমকে জানান, দুর্ঘটনায় আহত দুই যুবকের মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে। বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

জাতীয় সড়কের উপর ঝুলছে হাইভোল্টেজ তার, বিপজ্জনক অবস্থায় বিদ্যুতের খুঁটি, অল্পেতে রক্ষা ব্যবসায়ী

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ; বিশ্রামগঞ্জের পুষ্করবাড়ী জাতীয় সড়কের পাশে সৎসঙ্গ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় চরম বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে রয়েছে একটি বিদ্যুতের খুঁটি ও হাইভোল্টেজ তার। মাটির নিচ থেকে খুঁটিটি উঠে গিয়ে কাত হয়ে জাতীয় সড়কের উপর ঝুলে রয়েছে, যার ফলে যে কোনো সময় বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই স্থানের কাছেই একটি ছোট টং ঘরে ব্যবসা করেন নমিতা বর্মন। অল্পের জন্য বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন তিনি। এলাকাবাসীর আশঙ্কা, যেকোনো মুহূর্তে খুঁটিটি ভেঙে পড়লে জাতীয় সড়কে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
প্রতিদিন বহু যানবাহন এই সড়ক দিয়ে যাতায়াত করে। ফলে পরিস্থিতি আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্থানীয়রা দ্রুত বিদ্যুৎ দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন, যাতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।
এদিকে এখনও পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

খোয়াইয়ে বিশ্বব্যাংক ও এফএও-র কারিগরি দলের পরিদর্শন, টিআরইএসপি প্রকল্পে সন্তোষ প্রকাশ

খোয়াই, ২৯ এপ্রিল: জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীন পরিচালিত ত্রিপুরা রুরাল ইকনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট -এর আওতায় জীবিকা উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনায় বুধবার খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামী আরডি ব্লকের মহারাণীপুর ভিসির অন্তর্গত জোড়া অ্যাগ্রি প্রডিউসার গ্রুপ (পিজি) পরিদর্শন করল বিশ্বব্যাংক ও এফএকিউ -র কারিগরি দল।
এই পরিদর্শনে ব্লক প্রশাসন, ডিপিএমইউ, এসপিএমইউ এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট এজেন্সি -র প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বিডিও অভিজিৎ কুমার দাস, বিপিএম পূর্ব দেব সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। বিশ্বব্যাংক ও এফএও -র প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন এরিক জেবালোস সোরংকো, কমলেশ প্রসাদ, আলেসান্দ্রা বোরেলো এবং শৌভিক মিত্র।
পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিদল প্রকল্পের মাঠপর্যায়ের বাস্তবায়ন খতিয়ে দেখেন এবং প্রডিউসার গ্রুপের সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। জীবিকা উন্নয়নের অগ্রগতি, গ্রামীণ মানুষের অংশগ্রহণ এবং প্রকল্পের সামগ্রিক প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
বিশেষভাবে অ্যাশ গার্ড বা কুমড়ো চাষের সাফল্য তুলে ধরা হয়, যা গ্রুপভিত্তিক কৃষি উদ্যোগের ইতিবাচক ফলাফল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতার দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।
বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিদল প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে টেকসই উন্নয়ন, বাজার সংযোগ বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের কার্যকারিতা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একাধিক গঠনমূলক পরামর্শও দেন তাঁরা।
সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এই পরিদর্শন টিআরইএসপি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন অংশীদার সংস্থার মধ্যে সুদৃঢ় সমন্বয়ের প্রতিফলন, যা খোয়াই জেলার গ্রামীণ জীবিকা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

রাজ্যে ৫ দিনের ভারী

● প্রথম পাতার পর

সম্ভাবনা। সব জেলায় ৪০-৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া সহ বজ্রপাতের আশঙ্কা। ৪ মে দক্ষিণ জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। অন্যান্য জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়ার পূর্বাভাস।
এদিকে, আজ সকাল থেকে বৃষ্টিপাতে জনজীবনে ভীষণ ছন্দপতন ঘটেছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিচু এলাকায় জল জমার সম্ভাবনা থাকায় সাধারণ মানুষকে অপ্রয়োজনীয় বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নদী ও জলাশয়ের কাছে সতর্ক থাকার পাশাপাশি বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় না থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিশ্রামগঞ্জে বধূর রহস্য মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

শিশুসন্তানকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর শিশুটি ঘুম থেকে উঠে মাকে পাশে দেখতে না পেয়ে চিৎকার শুরু করে। পাশের ঘরে থাকা এক আত্মীয়া কিশোরী ছুটে এসে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে বিষয়টি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জানানো হলে তাঁরা এসে দেখতে পান, গৃহবধূ গলায় গামছা বেঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন।
পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। টানা তিনদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় খুম্পুই দেববর্মার। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিপর্যয়ে জননিরাপত্তা

● প্রথম পাতার পর

বজ্র সহ বৃষ্টিপাত হয়েছে। আর আজকেও বৃষ্টি হয়েছে। সবমিলিয়ে রাজ্যের সমস্ত জেলার বর্তমান অবস্থা, কোন কোন জায়গায় রোড ব্লক রয়েছে, কোথাও জল জমা আছে কিনা, কোথাও অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার, স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা, বিদ্যুতের কি অবস্থা, পানীয় জলের অবস্থা, বিভিন্ন জায়গায় বাঁধগুলির অবস্থা - ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে অবগত হতে আজকের বৈঠকে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। বিপর্যয়ের কারণে জনগণ কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তবে, টানা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও আপাতত ত্রিপুরায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্কুল ও কলেজ খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।
বৈঠকে ভারী বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার প্রভাবে সৃষ্ট পরিস্থিতির বিস্তারিত মূল্যায়ন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। একই সঙ্গে তিনি সব দপ্তরকে জননিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেন।
তিনি বলেন, সম্ভাব্য যেকোনো জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলায় সব দপ্তরকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে সক্রিয় রাখা হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, জেলা প্রশাসন, ত্রিপুরা স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি এবং পুলিশ যৌথভাবে কাজ করছে, যাতে ঝুঁকি কমানো যায় এবং স্বাভাবিক অবস্থা দ্রুত ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।
এদিকে, লংতরাই ভ্যালি এলাকায় এক ব্যক্তির মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী নিহতের পরিবারের জন্য দ্রুত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেন।
সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকলেও পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। যেকোনো জরুরি অবস্থায় দ্রুত ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত রয়েছে প্রশাসন।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই সম্পর্কেও জানতে পেরেছি। দেখা গেছে জেলাশাসকগণ যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং ঠিকভাবে কাজ করছেন। বজ্রাঘাতে লংতরাই ভ্যালিতে একজন ব্যক্তি মারা গেছেন। সব জায়গায় প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সচেতন ও সতর্ক থাকা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজ্যের সমস্ত জায়গায় জেলাশাসকগণ কাজ করছেন। মুখ্যসচিব পরিস্থিতির উপর মনিটারিং করছেন। পুলিশ মহানির্দেশকও নজর রাখছেন। এসডিআরএফ টিম কাজ করছে। সমস্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তর মিলিতভাবে কাজ করছে। এরআগেও গত বছর খুবই বৃষ্টিপাত হয়েছিল। ঠিক সেভাবে সকলে সতর্ক রয়েছেন। তবে আরও সতর্ক থাকতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমন্বিত পদক্ষেপ, পূর্বপ্রস্তুতি এবং দ্রুত ত্রাণ ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রশাসন সর্বদা সতর্ক রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দ্রুত পৌঁছে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, পুলিশ মহানির্দেশক অনুরাগ সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিব এবং জেলাশাসকগণ। বৈঠকে সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টিপাত ও ঝড়ের ফলে রাজ্যের উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ৪১৯১টি

● প্রথম পাতার পর

আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এই সহায়তা পেয়েছেন মোট ১, ২৪৩টি পরিবার।
দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি ত্রাণ শিবিরও খোলা হয়েছে। সেখানে বর্তমানে ২৪৩টি পরিবারের মোট ৭৯১ জন আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানা গেছে।
অন্যদিকে, প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির ফলে রাজ্যজুড়ে ১২৯টি বৈদ্যুতিক খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর জেরে বহু এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজ চলছে।

ভাইয়ের সঙ্গে খেলতে গিয়ে

● প্রথম পাতার পর

পরে সন্দেহ হওয়ায় পুকুরে তল্লাশি চালানো হলে সেখান থেকেই শিশুটির দেহ উদ্ধার করা হয়।
পরিবারের লোকজন দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক আরিশাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শিশুর আকস্মিক মৃত্যুর খবরে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মা-বাবা সন্তানের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন। পরে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর শিশুটির মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিদ্যুতের প্রাথমিক ক্ষতি

● প্রথম পাতার পর

কাঁধে নিয়ে মাঠে নামতে দেখা গেছে কর্মীদের। কোথাও গভীর রাতে বৃষ্টির মধ্যে ভেঙে পড়া পোল বদলাচ্ছেন লাইনম্যানরা। কোথাও উপড়ে পড়া গাছ সরিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ ফেরাতে কাজ করছেন ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিক্যাল টিম। বহু এলাকায় কর্মীদের টানা ২৪ ঘন্টা, কোথাও ৩০ ঘণ্টারও বেশি সময় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে হয়েছে। নিগম সূত্রের খবর, বহু জায়গায় দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল কিংবা জলাবদ্ধ এলাকায় পৌঁছতে গিয়ে কর্মীদের জীবনও ঝুঁকির মুখে পড়েছে। তবু পরিষেবা ফেরাতে তাঁরা পিছিয়ে যাননি। বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু জানিয়েছেন, এটা শুধুই রিস্টোরেশন অপারেশন নয়, এটা বিপর্যস্ত পরিষেবা কে পুনরুদ্ধার করে মানুষের স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার লড়াই। আর এই লড়াইয়ে সামনের সারিতে রয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। বিভাগ ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট তিনি নিজে পর্যালোচনা করছেন। কোন ডিভিশনে কত পোল ভেঙেছে, কোথায় ট্রান্সফর্মার বিকল, কোথায় কত দ্রুত বিকল্প সরবরাহ সম্ভব প্রতিটি বিষয়েই তিনি সরাসরি খোঁজ নিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। নিগম কর্তৃপক্ষকে তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, গ্রাহক যেন দ্রুত পরিষেবা ফিরে পান, সেটাই এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। শুধু নির্দেশ নয়, মনোবলও জুগিয়েছেন মন্ত্রী। বিদ্যুৎ পরী কাঠামোর বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ নিগমের পাশে রয়েছে এই আশ্বাসও তিনি দিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিকাঠামো দ্রুত পুনর্গঠনে প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং প্রশাসনিক সমর্থন থাকবে বলেও তিনি নিগমকে অভয়বাণী দিয়েছেন।
বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপনা অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসুও কার্যত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করে তুলতে ময়দান চষে বেড়াচ্ছেন। আধিকারিক, প্রকৌশলী এবং মাঠ পর্যায়ের টিমকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে একের পর এক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করছেন। কোথাও সাবস্টেশন, কোথাও ফিডার, কোথাও ভেঙে পড়া পোললাইন প্রতিটি জায়গায় গিয়ে ক্ষয়ক্ষতির বাস্তব চিত্র পরখ করে দ্রুত পুনরুদ্ধারের রূপরেখা তৈরি করছেন। শুধু দপ্তরে বসে তদারকি নয়, মাঠে নেমে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই বিষয়টি নিগমের অভ্যন্তরে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করেছে বলেই মত কর্মীদের।
ক্ষতির আর্থিক হিসাবও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। কেবল বৈদ্যুতিক তার অর্থাৎ কন্ডাক্টর ক্ষতিতেই ব্যয় ৩ কোটি ৭২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫০০ টাকা। ভেঙে যাওয়া বৈদ্যুতিক খুঁটি অর্থাৎ পোলে ৮৩ লক্ষ ২৫ হাজার এবং ট্রান্সফর্মার ক্ষতিতে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। সব মিলিয়ে ৫.৫৯ কোটির প্রাথমিক ক্ষতি।
কিন্তু এই বিপর্যয়ের আসল প্রভাব পড়েছে সাধারণ মানুষের জীবনে। আগরতলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম বহু এলাকায় দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা, পানীয় জল সরবরাহে সমস্যা, ব্যবসা-বাণিজ্যে ধাক্কা, হাসপাতাল ও নিত্য পরিষেবায় বিঘ্ন মানুষের দুর্ভোগ ছিল চরম। আর সেই দুর্ভোগ লাঘব করতেই বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা আজ কার্যত মানবিক কর্তব্যের এক উজ্জ্বল উদাহরণ গড়ছেন।
এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় বুঝিয়ে দিয়েছে, বিদ্যুৎ শুধু একটি পরিষেবা নয়, আধুনিক জীবনের মেরুদণ্ড। আর সেই মেরুদণ্ড ভেঙে পড়লে তাকে আবার দাঁড় করাতে যাঁরা ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে রাত দিন লড়ে যান, সেই নিগম কর্মী, ইঞ্জিনিয়ার, আধিকারিকদের পরিশ্রমই আজ পুনরুদ্ধারের সবচেয়ে বড় শক্তি। দুদিন ধরে নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও সাধারণ মানুষ যেভাবে বিদ্যুৎ কর্মীদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এজন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

স্বাধীনতার পর রেকর্ড

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় দফা মিলিয়ে সর্বোচ্চ ভোটদানের হার রেকর্ড হয়েছে। এই ঐতিহাসিক অংশগ্রহণের জন্য রাজ্যের প্রতিটি ভোটারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে নির্বাচন কমিশন।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভোটদানের হার ছিল ৯১.৩১ শতাংশ। তবে এটিই চূড়ান্ত পরিসংখ্যান নয়, কারণ অনেক কেন্দ্রে তখনও ভোটারদের লাইন ছিল। ফলে চূড়ান্ত ভোটদানের হার বুধবার রাতেই বা বৃহস্পতিবার সকালে প্রকাশিত হবে।
উল্লেখ্য, প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়েছিল, যেখানে চূড়ান্ত ভোটদানের হার ছিল ৯৩.১৯ শতাংশ। দ্বিতীয় দফায় বুধবার বাকি ১৪২টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, দ্বিতীয় দফার চূড়ান্ত ভোটের হার প্রথম দফার কাছাকাছি বা তা ছাড়িয়ে যেতে পারে।
জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পূর্ব বর্ধমান জেলায় সর্বোচ্চ ৯৩.৩৯ শতাংশ ভোটদান হয়েছে। অন্যদিকে সর্বনিম্ন ভোটদান হয়েছে কলকাতা (দক্ষিণ) কেন্দ্রে, যেখানে হার ৮৭.২৫ শতাংশ।
বিক্ষিপ্তভাবে কিছু জায়গায় হিংসা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও সামগ্রিকভাবে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। এই নির্বাচনে নিরাপত্তার জন্য ২,৪০৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। তদারকিতে ছিলেন ১৪২ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক এবং ৯৫ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক, যা প্রথম দফার তুলনায় বেশি। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে ৪ মে।

বুথ ফেরত সমীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

বলছে, ইউডিএফ ক্ষমতায় ফিরতে পারে ৭৮ থেকে ৯০টি আসন নিয়ে। এলডিএফ পেতে পারে ৪৯ থেকে ৬২টি আসন। এনডিএ ১-৩টি আসনে খাতা খুলতে পারে।
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে এনডিএ জোট ৩০টির মধ্যে ১৬ থেকে ২০টি আসন জিতে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী এন রাঙ্গাস্বামীর দল এআইএনআরসি পেতে পারে ১০-১২টি আসন। কংগ্রেস-ডিএমকে জোট পেতে পারে ৬-৮টি আসন। টিভিকে এখানেও ২-৪টি আসন পেতে পারে বলে ইঙ্গিত।
পশ্চিমবঙ্গে বুথ ফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, বিজেপি প্রথমবারের মতো রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে পারে। কিছু সমীক্ষায় বিজেপিকে ১৭৮-২০৮টি আসন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস পেতে পারে ৮৫-১১০টি আসন। যদিও কিছু সংস্থা আবার তৃণমূলের জয়ের কথাও বলেছে। সব সংস্থাই একমত যে কংগ্রেস ও বাম দলগুলির ফলাফল হতাশাজনক হতে পারে।

াঙ্গন

টিসিএ সচিব সুব্রত দে-কে খোলা চিঠি জয়ন্ত দে-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেটের মানোন্নয়নে একগুচ্ছ প্রস্তাব ও একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) সম্পাদক সুব্রত দে-কে খোলা চিঠি লিখলেন ক্রিকেট সংগঠক জয়ন্ত দে। দীর্ঘ ১৫ বছরের অভিজ্ঞতার নিরিখে লেখা এই চিঠিতে জয়ন্তবাবু মূলতঃ বিগত কয়েক মরশুমে রাজ্য দলের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের দিকে আঙুল তুলেছেন। তাঁর দাবি, ২০২২-২৩ মরশুমে সিনিয়র মহিলা দল টি-টোয়েন্টিতে এবং ২০২৩-২৪ মরশুমে একদিনের ক্রিকেটে নকআউটে পৌঁছালেও, ২০২৫-২৬ মরশুমে অনূর্ধ-২৩ মহিলা দল একটি ম্যাচও জিততে পারেনি। একইভাবে সিনিয়র পুরুষ দলের পারফরম্যান্সও নিম্নমুখী; রঞ্জি ট্রফিতে যেখানে দল আগে ভালো অবস্থানে ছিল, সেখানে শেষ দুই মরশুমে সপ্তম স্থানে নেমে যাওয়াকে তিনি অশনি সংকেত হিসেবে দেখছেন। বহিরাগত কোচ ও সাপোর্ট স্টাফ এনেও কেন ফলাফল আসছে না, সেই প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি তিনি দাবি করেছেন যে, মহকুমা পর্যায়ে ক্রিকেট পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে এবং ৩-৪টি মহকুমায় খেলা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে আছে। জাতীয় স্তরের টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই স্কুল পর্যায় ও রাজ্যভিত্তিক জুনিয়র টুর্নামেন্ট শেষ করার ওপর জোর দিয়ে তিনি সিনিয়র ও জুনিয়র উভয় পর্যায়ে ম্যাচের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছেন। বিশেষ করে ক্লাব ক্রিকেটে মহিলাদের জন্য বয়স ভিত্তিক কোটা নির্ধারণ এবং সঠিক প্রতিভার সন্ধানে সাব-ডিভিশনগুলিতে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা ১৫ থেকে ২১ দিনের সামার ক্যাম্প করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। চিঠিতে নির্বাচকদের স্বচ্ছতা, আম্পায়ার ও ভিডিও অ্যানালিস্টদের আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং খেলোয়াড়দের বকেয়া ডিএ ও মেডিকেল বিল দ্রুত মেটানোর দাবিও তোলা হয়েছে। ক্রিকেটকে ''কলঙ্কমুক্ত'' রেখে ত্রিপুরা ক্রিকেটকে সঠিক দিশায় ফেরাতে সম্পাদককে কঠোর ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এই বিশেষ ক্রিকেট সংগঠক।

রাজ্য সিনিয়র দাবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হবে আর্শিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিস্ময় বালিকা দাবাড়ু আর্শিয়া দাসকে সংবর্ধনা জানাবে রাজ্য দাবা সংস্থা। ৫২ তম রাজ্য রেটিং দাবা প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। ১ মে থেকে শুরু হবে ৫২ তম রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা। খেলা হবে এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা, কোষাধ্যক্ষ তপন চক্রবর্তী এবং রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সদ্য আন্তর্জাতিক মাস্টারের নর্ম পাওয়া আর্শিয়া দাসকে সংবর্ধনা জানাবে রাজ্য সংস্থা। আগামী দিনে যাতে ভিনদেশে গিয়ে খেলে নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে সেই লক্ষ্যে আর্শিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হবে ২৫ হাজার টাকার চেক। রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ এ খবর জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত আর্শিয়ার স্বপ্ন হলো পূর্বোত্তরের প্রথম মহিলা দাবাড়ু হিসেবে গ্র্যান্ড মাস্টার হওয়া। সেই স্বপ্ন পূরণে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে চলছে পূর্ণেন্দু এবং অর্নিশা দাসের একমাত্র মেয়েটি। তবে ওই অর্থ দিয়ে তেমন কিছু হবে না আর্শিয়ার। ভিনদেশে খেলতে হলে আর্শিয়ার দরকার প্রচুর অর্থের। ক্রমাগত জাতীয় আন্তর্জাতিক আসরে মেয়েকে খেলিয়ে আর্শিয়ার পরিবার এখন অনেকটা নিঃস্ব। ওই অবস্থায় স্বপ্ন পূরণ করতে হলে রাজ্যের আপামর ক্রীড়া প্রেমীদের এগিয়ে আসতে হবে। বাড়িয়ে দিতে হবে সহযোগিতার হাত। তাহলেই অচিরে ত্রিপুরা পেয়ে যাবে তাদের প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার।

টানা ছয় বলে ছয় উইকেট! জোড়া হ্যাটট্রিক করে ক্রিকেটে বিরল নজির ইংল্যান্ডের মাইলস ডেভিসের

ছয় বলে ছয় ছক্কা ক্রিকেটে নতুন নয়। এ বার ছয় বলে ছয় উইকেট নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দিলেন ইংল্যান্ডের জোরে বোলার মাইলস ডেভিস। গত শনিবার পেনক্রিজ ক্রিকেট ক্লাব এবং পেলসাল ক্রিকেট ক্লাবের ম্যাচে এই নজির গড়েছেন তিনি।ইংল্যান্ডের দক্ষিণ স্ট্যাফোর্ডশায়ার কাউন্টি লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দু'দল। প্রথমে ব্যাট করে ৪৫.৩ ওভারে পেনক্রিজ করে ১৬৮ রান। জবাবে ১২.৫ ওভারে ৫২ রানে শেষ হয়ে যায় পেলসালের ইনিংস। ডেভিসের বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেননি পেলসালের ব্যাটারেরা। ১৬ রানে ৭ উইকেট নেন তিনি। তার মধ্যে টানা ছয় বলে ছ'টি উইকেট নিয়েছেন। জোড়া হ্যাটট্রিক করে নজির গড়েছেন জোরে বোলার।৮ ওভারের পর পেলসালের রান ছিল ২ উইকেটে ৪৯। নবম ওভারে বল করতে আসেন ডেভিস। তার আগে পেলসালের ইনিংসের তৃতীয় ওভারে একটি উইকেট নেন তিনি। নিজের পঞ্চম ওভারের প্রথম বলটি 'ওয়াইড' করেন। ওই ওভারের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বলে দুই ব্যাটার পিটার স্টিভেন্স এবং এহসান আকবরকে বোল্ড করে দেন। হ্যাটট্রিকের সুযোগ থাকায় ১১তম ওভারে আবার ডেভিসকে বল দেন পেনক্রিজের অধিনায়ক জ্যাক পোপ। তাঁর এই সিদ্ধান্তেই তৈরি হয়েছে বিরল নজির।নিজের ষষ্ঠ ওভারের প্রথম বলে উইকেট নিয়ে হ্যাটট্রিক করেন ডেভিস। লেগ স্টাম্পে করা তাঁর বল ব্যাটার অ্যালেক্স জোন্সের ব্যাট ছুঁয়ে উইকেটরক্ষকের দস্তানায় জমা পড়ে। ততক্ষণে প্রতিপক্ষ শিবিরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছেন তিনি। পরের তিনটি বলেই তিনি একে একে বোল্ড করেন প্রতিপক্ষ অধিনায়ক ড্যানিয়েল পেন্নেল, টম রাইট এবং জেমি হলমেসকে। পূর্ণ করেন জোড়া হ্যাটট্রিক।এমন সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ডেভিস বলেছেন, ''ব্যাপারটা আমার এখনও অবাস্তব মনে হচ্ছে। তবে এটা অসাধারণ সাফল্য। সত্যি বলতে, কী বলব বুঝতেই পারছি না। চতুর্থ উইকেটটা পাওয়ার পর বেশ অবাক হয়েছিলাম। তার পর তো আরও দুটো উইকেট পেয়ে গেলাম!'' উল্লেখ্য, পেলসালের হলে খেলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার মন্টি পানেসর। তিনি অবশ্য এই ম্যাচটি খেলেননি।

বৃষ্টিতে নর্থ-ইস্ট লিটল মাস্টার্স ট্রফির ক্রীড়া সূচিতে পরিবর্তন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রায় প্রতিদিনের ম্যাচই বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হচ্ছে। আগামীকাল, বৃহস্পতিবারও দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত নর্থ-ইস্ট লিটল মাস্টার্স অনূর্ধ ১৪ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বৃষ্টি জনিত প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগামীকালের ম্যাচ হবে দুই মে-তে। ত্রিপুরা বনাম নাগাল্যান্ডের ম্যাচ। অপর ম্যাচে মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশ পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। দু-টি ম্যাচ দুই মাঠে। একটি নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে। অপরটি এমবিবি স্টেডিয়ামে। বৃষ্টি ও আবহাওয়া জনিত প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য দুটি ম্যাচ দুই মে-তে অনুষ্ঠিত হবে বলে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন থেকে সম্পাদক সুব্রত দে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন। একইভাবে পয়লা মে-এর খেলা গুলো তিন মে-তে। পাশাপাশি সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ যথাক্রমে ৫ এবং ৭ মে-তে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে, আজকের ম্যাচও বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে। খেলা ছিল পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে। সিকিম বনাম নাগাল্যান্ডের মধ্যে। এ পর্যন্ত পরপর তিনদিন তিনটি ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে। ২৬ এপ্রিল প্রথম দিন দুই মাঠে দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আসাম ১০ উইকেটের ব্যবধানে অরুণাচল প্রদেশকে পরাজিত করেছিল। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে নাগাল্যান্ড মনিপুরের ম্যাচ সুপার ওভারেও সম সংখ্যক রানের কারণে টাই হয়েছে। দু-দল পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে।

সাজঘরে ধূমপান! বিতর্কে রিয়ান পরাগ

মঙ্গলবার আইপিএলে পঞ্জাবকে হারিয়েছে রাজস্থান। সেই ম্যাচেই নিয়ম ভেঙে বিতর্কে জড়িয়েছেন রাজস্থানের অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। তাঁকে সাজঘরে বসে ধূমপান করতে দেখা গিয়েছে। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি পেতে পারেন পরাগ।রাজস্থানের ইনিংসের ১৬তম ওভারে ঘটনাটি ঘটেছে। সেই সময়ে ক্যামেরা তাক করা হয়েছিল রাজস্থানের সাজঘরের দিকে। হাতে একটি যন্ত্র নিয়ে মুখের সামনে ধরেন রিয়ান। সেই সময়েই তাঁর সামনে এসে পড়েন যশস্বী জয়সওয়াল। তিনি সরে গেলে দেখা যায়, পরাগের মুখ থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, ই-সিগারেট জাতীয় কিছু সেবন করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, ই-সিগারেট ভারতে নিষিদ্ধ। কেউ সেবন করলে তিনি জেলেও যেতে পারেন।শুধু তাই নয়, সাজঘর-সহ স্টেডিয়ামের আশেপাশের এলাকায় ধূমপান পুরোপুরি নিষিদ্ধ। কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় গিয়ে ধূমপান করা যায়। এক সূত্র বলেছেন, "ই-সিগারেট ভারতে নিষিদ্ধ হওয়ার নেপথ্যে কারণও রয়েছে। শরীরের ভেতরে কী কী উপাদান যাচ্ছে তা কেউ জানে না। খেলোয়াড়দের সুরক্ষার জন্য একেবারেই এই সিগারেট সেবন করা উচিত নয়। মনে হয় না এ ধরনের ঘটনাকে বোর্ড খুব হালকা ভাবে নেবে।" বোর্ড বা রাজস্থানের তরফে এখনও এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবে অভিযোগ প্রমাণিত হলে বড় শাস্তি পেতে পারেন পরাগ।

ব্যাটে এআই চিপ রয়েছে, স্বীকার করে নিল বৈভব! কে লাগিয়ে দিয়েছেন, ফাঁস করে দিল রাজস্থানের ব্যাটার

বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চিপ লাগানো রয়েছে। আইপিএলে ১৫ বছরের ব্যাটারের একের পর এক আগ্রাসী ইনিংস দেখে মন্তব্য করেছিলেন পাকিস্তানের ক্রিকেটার নৌমান নিয়াজ। তা নিয়ে এ বার মুখ খুলল বৈভব নিজে।ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন রাজস্থান রয়্যালস কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার পঞ্জাব কিংস ম্যাচের পর এ বারের আইপিএলে কমলা টুপি জেতার দৌড়ে এগিয়ে যাওয়া বৈভবকে প্রশ্ন করা হয়, "তুমি কি ব্যাটে সত্যিই এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) চিপ ব্যবহার কর?" উত্তরে বিহারের সমস্তিপুরের ব্যাটার বলেছে, "ঈশ্বর লাগিয়ে দিয়েছেন। উপরেই আমাকে বলেছিলেন, তোমার ব্যাটে একটা জিনিস লাগিয়ে দিচ্ছি। আমি সেই ব্যাটটাই ব্যবহার করছি।" বৈভব ঘুরিয়ে এ ভাবে কটাক্ষ করেছে নিয়াজকে।সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে বৈভব ৩৬ বলে শতরান করার পর নিয়াজ নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছিলেন, "একবার ভেবে দেখুন। এই ছেলেটা আসলে কে? ওর ব্যাট পরীক্ষা করা উচিত। ঠিক যে ভাবে ওয়াডা (বিশ্ব ডোপ বিরোধী সংস্থা) ডোপ পরীক্ষা করে, সে ভাবেই ওর ব্যাট পরীক্ষাগারে পাঠানো দরকার। মনে হয় ব্যাটে এআই চিপ লাগিয়ে খেলছে। অসাধারণ ব্যাটিং।"আইপিএলে এখনও পর্যন্ত ন'টি ম্যাচ খেলে ৪০০ রান করেছে বৈভব। একটি শতরান এবং দু'টি অর্ধশতরান এসেছে তার ব্যাট থেকে। গড় ৪৪.৪৪। স্ট্রাইক রেট ২৩৮.০৯।

খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাসে স্থগিত তপন মেমোরিয়াল নক-আউট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) পক্ষ থেকে এক জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে রাজ্যে আগামী কয়েক দিন বৈরী আবহাওয়ার সম্ভাবনা এবং সরকারের পক্ষ থেকে জারি করা সতর্কবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে চলতি 'তপন মেমোরিয়াল নক-আউট টুর্নামেন্ট ২০২৫-২৬'-এর সমস্ত ম্যাচ আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টিসিএ-র সচিব সুব্রত দে স্বাক্ষরিত ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে জননিরাপত্তা এবং মাঠের খেলার উপযোগী পরিবেশের অভাব বিবেচনা করেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত টুর্নামেন্টের কোনও খেলা অনুষ্ঠিত হবে না। আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি হলে এবং সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে পুনরায় নতুন সূচি ঘোষণা করা হবে বলে অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে খবর। সচিব আরও জানিয়েছেন যে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ক্লাব এবং খেলোয়াড়দের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সতর্ক থাকতে হবে এবং টুর্নামেন্ট সংক্রান্ত পরবর্তী খবরের জন্য টিসিএ-র আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা করতে হবে। মূলতঃ ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে আগামী কয়েক দিনের জন্য আবহাওয়ার যে সতর্কতা জারি করা হয়েছে, তার জেরেই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। খেলার মাঠ ও পিচ বৃষ্টির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় টুর্নামেন্ট সচল রাখা এই মুহূর্তে সম্ভব নয় বলেই টিসিএ মনে করছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্থগিতাদেশের ফলে টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্যায়ের সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। পূর্ববর্তী ঘোষণা অনুযায়ী আগামীকাল, ৩০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার থেকে তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার কথা ছিল। তবে খেলোয়াড় এবং দর্শকদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে অ্যাসোসিয়েশনের এই সময়োচিত সিদ্ধান্তকে ক্রীড়াপ্রেমীরা ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন। পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে খুব শীঘ্রই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন।

উদ্বেগ ফ্রান্সের, লা লিগার ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লেন এমবাপে

ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর দেড় মাস মতো। তার আগে উদ্বেগ তৈরি হল কিলিয়ান এমবাপেকে নিয়ে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে লা লিগার ম্যাচ খেলার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন এমবাপে। নিজেই মাঠ থেকে উঠে যেতে চান। স্বাভাবিক ভাবেই আসন্ন বিশ্বকাপে ফ্রান্সের হয়ে তাঁর খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়।রিয়াল মাদ্রিদ কর্তৃপক্ষ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, "আমাদের মেডিক্যাল স্টাফেরা এমবাপের চোট পরীক্ষা করেছেন। এমবাপের বাঁ পায়ের পেশিতে চোট ধরা পড়েছে। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।" চোট কতটা গুরুতর তা অবশ্য জানানো হয়নি। রিয়াল সূত্রে খবর, চিকিৎসকেরা মনে করছেন এমবাপের চোট গুরুতর নয়। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে। শুক্রবার রিয়াল বেতিসের সঙ্গে ম্যাচ ছিল এমবাপেদের। ম্যাচের ৮০ মিনিটে পায়ে অস্বস্তি অনুভব করেন এমবাপে। ইশারায় তাঁকে তুলে নিতে বলেন। ঝুঁকি নেননি রিয়াল মাদ্রিদের কোচ আলবারো আরবেলোয়া।রিয়ালের পাশাপাশি এমবাপের চোট চিন্তায় ফেলেছে ফ্রান্সকেও। তাঁর নেতৃত্বেই আগামী বিশ্বকাপ খেলার কথা ফ্রান্সের। তাদের আক্রমণের অন্যতম প্রধান ভরসাও তিনি। স্বাভাবিক ভাবেই এমবাপের চোট উদ্বেগ বাড়িয়েছে ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁর। আশা করা হচ্ছে, বিশ্বকাপে এমবাপের খেলতে সমস্যা হবে না। আগামী ১৬ জুন সেনেগালের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ।

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটে নতুন সঙ্কট, সরকারের হস্তক্ষেপ, মেয়াদ শেষের ১১ মাস আগেই ইস্তফা সভাপতি-সহ সব পদাধিকারীর

সরকারের হস্তক্ষেপে নতুন সঙ্কট তৈরি হল শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটে। সরকারের নির্দেশে মেয়াদ শেষের আগেই ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন সভাপতি শাম্মি সিলভা-সহ সব পদাধিকারী। দীর্ঘ দিন ধরে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট কর্তাদের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠছিল। সরকারি হস্তক্ষেপের কারণে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) শাস্তির মুখে পড়তে পারে শ্রীলঙ্কা।

দু'বছরের মেয়াদের ১১ মাস বাকি ছিল শাম্মির। কিন্তু মঙ্গলবার একটি জরুরি সভার পর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তিনি। পরিচালন বোর্ড ভেঙে দিয়েছেন তিনি। ফলে অন্য পদাধিকারীরাও ইস্তফা দিয়েছেন। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের বিরুদ্ধে বেশ কিছু দিন ধরে দুর্নীতি এবং নানা অব্যবস্থার অভিযোগ উঠছিল। দেশের সবচেয়ে ধনী ক্রীড়া সংস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে অসন্তুষ্ট ছিল শ্রীলঙ্কার সরকার।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের এক কর্তা সংবাদ সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, "ক্ষমতাসীন বোর্ড ইস্তফা দিয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সময় কোনও ম্যানেজমেন্ট দল বোর্ড পরিচালনার দায়িত্বে আসতে পারে। তাঁদের মধ্যে থাকতে পারেন বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের একজন নেতা। সম্ভবত তিনিই অন্তর্বর্তী সভাপতি হবেন।" শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দেশনায়েক গত সপ্তাহের শেষে শাম্মির সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। দেশের ক্রিকেট পরিচালনা এবং বোর্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে ওই আলোচনার পরই শাম্মি শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের পরিচালন বোর্ড ভেঙে দিলেন। মনে করা হচ্ছে, ওই বৈঠকেই রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের নির্দেশ দেন কর্তাদের।২০২৩ সালে সরকারি হস্তক্ষেপের কারণে শ্রীলঙ্কা সাময়িক ভাবে নিষিদ্ধ করেছিল আইসিসি। এ বারও সেই সম্ভাবনা থাকছে। ২০২৪ সালের শুরুতে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর শাম্মি সভাপতি হয়ে ফিরে আসেন। তার পর গত বছর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চতুর্থ বারের জন্য শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের সভাপতি হয়েছিলেন শাম্মি।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট! পন্থের মন্তব্য কি বিপদে ফেলে দিল লখনউকে?

আইপিএলে হেরেই চলেছে লখনউ সুপার জায়ান্টস। আটটি ম্যাচ খেলে ঋষভ পন্থেরা জিতেছেন দু'টিতে। কেকেআরের কাছে হারের পর পন্থের একটি মন্তব্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে ক্রিকেটমহলে। শন পোলকের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার মনে করছেন, দলের ব্যর্থতার দায় পন্থ ঘুরিয়ে লখনউ কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে ঠেলে দিয়েছেন।

কেকেআর ম্যাচের পর পন্থ একটি প্রশ্নের উত্তরে মন্তব্য করেছিলেন, "অতিরিক্ত ভাবনা-চিন্তা বাস্তব পরিস্থিতিকে কঠিন করে তোলে।" তিনি সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছিলেন, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হচ্ছে। দলের মাথারা এক এক জন এক এক রকম মতামত দেওয়ায় আসল কাজ ঠিক মতো হচ্ছে না।পন্থের এই মন্তব্য নিয়ে পোলকের মত, অধিনায়কের মুখে এমন কথা আদর্শ পরিস্থিতিকে ইঙ্গিত করে না। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, "লখনউ অধিনায়কের মুখে আমরা যে কথা শুনেছি, সেটা ভাল না। ও বলতে চেয়েছে, বহু লোকের কথা শুনে ওকে চলতে হচ্ছে। পন্থ আসলে লখনউ কর্তৃপক্ষকেই সমস্যায় ফেলে দিয়েছে।" দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক আরও বলেছেন, "আমরা জানি না, ওদের কী ভাবে কাজ হয়। মনে হচ্ছে, সমস্যাটা সেখানেই। পন্থ হয়তো বুঝতে পারছে না, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার হাতে। বাইরে থেকে বলা সম্ভব নয়, কারা ওর সঙ্গে কথা বলেন বা মতামত দেন বা আলোচনা করেন।"লখনউ কর্তৃপক্ষের একাংশ দলের কাজে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করেন, এমন অভিযোগ আগেও শোনা গিয়েছে। লোকেশ রাহুলের ঘটনাও ক্রিকেটপ্রেমীদের অজানা নয়। পন্থও কি তেমন কিছুই বোঝাতে চেয়েছেন? কেকেআর ম্যাচের পর নতুন জল্পনা শুরু হয়েছে লখনউ শিবিরের পরিবেশ নিয়ে।

৯ গোলের থ্রিলারে জয় পিএসজির, লিগ ইতিহাসের 'সর্বশ্রেষ্ঠ ম্যাচ' মনে পড়াল ক্রুয়েফের দর্শন

'অফেন্স ইস দ্য বেস্ট ডিফেন্স'। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজি বনাম বায়ার্ন মিউনিখের ম্যাচ দেখে এ কথাটাই বলতে হয়। আধুনিক ইউরোপীয় ফুটবলে সাবধানী বা রক্ষণাত্মক কৌশলে খেলার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। ওপেন ফুটবলের চেয়ে এখন হিসাব কষে এগোন কোচেরা। সেখানে এই ম্যাচ যেন অন্য গল্প লিখল। রুদ্ধশ্বাস সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ৫-৪ ব্যবধানে জয়ী হল পিএসজি।

এই ম্যাচকে অনেকেই তুলনা করছেন জোহান ক্রুয়েফের দর্শনের সঙ্গে। ডাচ কিংবদন্তি ফুটবলের ইতিহাসে কেবল একজন খেলোয়াড় বা কোচ হিসাবে নন, বরং একটি অনন্য দর্শনের নির্মাতাও। তিনি ফুটবলে 'আক্রমণাত্মক' ও 'নান্দনিক' খেলার ধারণাকে নতুন রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর দর্শন মূলত 'টোটাল ফুটবল' এবং পজিশনাল খেলার উপর গড়ে উঠেছিল। একসময় তিনি বলেছিলেন, "১-০ নয়, আমি ৫-৪ স্কোরলাইনে জয় পেতে চাই।" চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এই ম্যাচ যেন ক্রুয়েফের দর্শনেরই প্রতিচ্ছবি।ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণের ঝড় তোলে। আক্রমণ, প্রতি আক্রমণে জমে ওঠে ম্যাচ। দুই দলই সমান তালে আক্রমণে ওঠে। পিএসজি এক পর্যায়ে ৫-২ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেও বায়ার্ন হাল ছাড়েনি। মাইকেল অলিস ও হ্যারি কেনের নেতৃত্বে জার্মান ক্লাবটি দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যবধান কমিয়ে আনে ৫-৪-এ। পুরো ম্যাচে গড়ে প্রতি ১০ মিনিটে একটি করে গোল হয়েছে। যা এক কথায় অবিশ্বাস্য। ম্যাচ দেখে মনে হচ্ছিল, যেন কোনও খেলার হাইলাইট চলছে। পিএসজি'র হয়ে জোড়া গোল করেন কভিচা কভারাতস্কেলিয়া ও উসমান দেম্বেলে। বাকি একটি গোল জোয়াও নেভেসের। বায়ার্নের হয়ে গোল করেন হ্যারি কেন, মাইকেল ওলিসে, ডায়োট উপামেকানো ও লুইস ডিয়াজ। ম্যাচ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে লিভারপুলের প্রাক্তন ডিফেন্ডার জেমি কারগার বলেন, "সাধারণত এমন স্কোরলাইন দেখলে মনে হয় ডিফেন্স খারাপ খেলেছে। কিন্তু আমি বলব, মাঠে থাকা প্রত্যেক আক্রমণভাগের খেলোয়াড়ই দশে ৮ বা ৯ পাওয়ার যোগ্য ছিল। কেউ কারও চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। এটা এমন ম্যাচ ছিল না যেখানে গোলকিপার বা ডিফেন্ডাররা বড় ভুল করেছে। বরং প্রত্যেক গোলই ছিল অসাধারণ। যা দেখে আপনি বলবেন, 'ওহ মাই গড, অবিশ্বাস্য!' ডিফেন্স ভালো করেও অনেক সময় কিছু করা যায় না।" বায়ার্নের ডিফেন্ডার ডায়োত উপামেকানোর খেলার প্রশংসা করেন তিনি। পাঁচ গোল হজম করেও অন্যতম সেরা পারফর্মারদের একজন ছিলেন এই ফরাসি ফুটবলার।

ন'গোলের থ্রিলার দেখে কেউ কেউ তুলনা করছেন ২০০৫ সালের 'মিরাকল অফ ইস্তাম্বুল' বা ২০১৭ সালের বার্সেলোনার 'লা রেমোনতাদা'র সঙ্গে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে লিভারপুলের ৩-০ গোলে পিছিয়ে থেকেও এসি মিলানের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন 'ইস্তাম্বুলের অলৌকিক ঘটনা' নামে পরিচিত। 'লা রেমনতাদা' উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজি'র বিপক্ষে বার্সেলোনার ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন। সেই ম্যাচে তারা প্রথম লেগে ৪-০ গোলে হেরে গিয়েও দ্বিতীয় লেগে ৬-১ ব্যবধানে জিতে মোট ৬-৫ গোলের ব্যবধানে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। তবে অনেকের মতে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজি বনাম বায়ার্ন মিউনিখের এই 'মহাকাব্যিক' ম্যাচ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সর্বশ্রেষ্ঠ ম্যাচ। মরশুম শেষ হলে যে আলভারো আরবেলোয়ার চাকরি যাচ্ছে, সেটা একপ্রকার নিশ্চিত। সেই জায়গায় কি রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হচ্ছেন লিওনেল স্কালোনি? আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী কোচকে নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। এবার বিশ্বকাপেও লিওনেল মেসিদের ডাগআউটে দেখা যাবে স্কালোনিকে। তারপরই স্কালোনিকে স্পেনে নিয়ে আসার জন্য মরিয়া রিয়াল।গত মরশুম ট্রফিশূন্য রিয়াল। এবারও একই অবস্থা হতে আর একটি ম্যাচ বাকি। বার্সেলোনা পরের ম্যাচ জিতলেই লা লিগা হাতছাড়া হয়ে যাবে। মরশুমের মাঝপথে জাবি আলোন্সোকে সরিয়ে দেওয়ার পর আরবেলোয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাতে লাভের লাভ হয়নি। আগামী মরশুমে হোসে মোরিনহো, ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশঁ থেকে জুর্গেন ক্লপ-সহ অনেকের নামই বেছে রেখেছে কিলিয়ান এমবাপে, ভিনিসিয়াস জুনিয়রের ক্লাব। সেই তালিকায় এবার জুড়ে গেল স্কালোনির নাম।স্পেনের বিখ্যাত সাংবাদিক মানোলো লামা নিশ্চিত করেছেন, আর্জেন্টিনার কোচের সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদ যোগাযোগ করেছে। তবে স্কালোনি এখনও কোনও উত্তর দেননি। আর্জেন্টিনার সঙ্গে এবারের বিশ্বকাপ পর্যন্তই চুক্তি রয়েছে। আর ৪৭ বছর বয়সি কোচকে দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে বারবার উঠে আসছে একটাই নাম- লিওনেল মেসি। রিয়াল প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ নাকি চাইছেন, 'হাই প্রোফাইল' কাউকে কোচ করতে। আর যিনি লিওনেল মেসিকে সামলেছেন; একটি বিশ্বকাপ, দু'টো কোপা আমেরিকা জিতেছেন, তাঁর থেকে 'হাই প্রোফাইল' আর কে হবেন?আবার, মেসি বার্সেলোনার কিংবদন্তি। ফুটবল জীবনের বেশিরভাগ সময় রিয়ালের চির প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবে কাটিয়েছেন। স্কালোনির সঙ্গে মেসির সম্পর্ক খুব ভালো। তাহলে কি মেসির হাত ছেড়ে এবার তাঁরই 'শত্রু' ক্লাবে যোগ দিচ্ছেন? উত্তরটা পেতে গেলে সম্ভবত বিশ্বকাপ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

টানা ছয় বলে ছয় উইকেট!

ছয় বলে ছয় ছক্কা ক্রিকেটে নতুন নয়। এ বার ছয় বলে ছয় উইকেট নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দিলেন ইংল্যান্ডের জোরে বোলার মাইলস ডেভিস। গত শনিবার পেনক্রিজ ক্রিকেট ক্লাব এবং পেলসাল ক্রিকেট ক্লাবের ম্যাচে এই নজির গড়েছেন তিনি।ইংল্যান্ডের দক্ষিণ স্ট্যাফোর্ডশায়ার কাউন্টি লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দু'দল। প্রথমে ব্যাট করে ৪৫.৩ ওভারে পেনক্রিজ করে ১৬৮ রান। জবাবে ১২.৫ ওভারে ৫২ রানে শেষ হয়ে যায় পেলসালের ইনিংস। ডেভিসের বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেননি পেলসালের ব্যাটারেরা। ১৬ রানে ৭ উইকেট নেন তিনি। তার মধ্যে টানা ছয় বলে ছ'টি উইকেট নিয়েছেন। জোড়া হ্যাটট্রিক করে নজির গড়েছেন জোরে বোলার।৮ ওভারের পর পেলসালের রান ছিল ২ উইকেটে ৪৯। নবম ওভারে বল করতে আসেন ডেভিস। তার আগে পেলসালের ইনিংসের তৃতীয় ওভারে একটি উইকেট নেন তিনি। নিজের পঞ্চম ওভারের প্রথম বলটি 'ওয়াইড' করেন। ওই ওভারের পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বলে দুই ব্যাটার পিটার স্টিভেন্স এবং এহসান আকবরকে বোল্ড করে দেন। হ্যাটট্রিকের সুযোগ থাকায় ১১তম ওভারে আবার ডেভিসকে বল দেন পেনক্রিজের অধিনায়ক জ্যাক পোপ। তাঁর এই সিদ্ধান্তেই তৈরি হয়েছে বিরল নজির। নিজের ষষ্ঠ ওভারের প্রথম বলে উইকেট নিয়ে

সাহায্য প্রত্যাশীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: বৃষ্টি উপেক্ষা করে আজও সাহায্য প্রত্যাশী মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে এসে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার কাছে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। আজ ছিল মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ৬৪তম পর্ব। মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য প্রত্যাশী মানুষের কথা শুনে তাদের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করেন। তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার সরকারি নিয়মকানুন মেনে স্বচ্ছতার সঙ্গে রাজ্যবাসীর কল্যাণে কাজ করছে। মানুষের কল্যাণ রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। আগরতলার আড়ালিয়ার বাসিন্দা দুর্ঘটনায় প্রয়াত সুরজিৎ দাসের মা চিনু দাস আজ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার পরিবারের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। পরিবারের সহায়তার জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল থেকে ৪ লক্ষ টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রী চিনু দাসের হাতে তুলে দেন। গোমতী জেলার রাধাকিশোরপুর থেকে এসেছেন আয়াতোল্লা সরকার। সারুমের ফুলছড়ি থেকে বিশ্বজিৎ দেবনাথ এসেছেন চিকিৎসায় সহায়তার আবেদন নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সমস্যার কথা শুনে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেদেন। পাশাপাশি অন্যান্য সহায়তা করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। উদয়পুরের অর্চনা সরকার তার স্বামীর চিকিৎসার জন্য, মেলাঘরের সমীর রুদ্র পাল তার বাবার চিকিৎসার জন্য, আগরতলার খেজুরবাগানের মঞ্জুরাণী সরকার তার নিজের চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তা কামনা করেন। পটুনগরের মৌমিতা শীল, ধর্মনগর কদমতলার রাণা তাঁতী, আগরতলা টাউন প্রতাপগড়ের প্রীতম পাল, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির রোডের বাসিন্দা রীণা গোস্বামী তাদের চিকিৎসায় সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সমস্যার কথা শুনে তাদের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের তাদের সহায়তা করার জন্য নির্দেশ দেন।

আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব তপন কুমার দাস, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, সদর মহকুমার মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস, জিবিপি, আইজিএম এবং অটলবিহারী বাজপেয়ী ক্যান্সার হাসপাতালের সুপারগণ।

বর্ষা এলেই বাঁধ সারাইয়ের তৎপরতা, ক্ষোভ বিধায়ক বীরজিৎ সিনহার

কৈলাসহর, ২৯ এপ্রিল: টানা তিনদিনের ভারী বর্ষণে কৈলাসহর মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। মনু নদীর জলস্তর বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছনোয় গৌরনগর ব্লকের লাঠিয়াপুরা এলাকার ৬২ নম্বর গেইট সংলগ্ন বাঁধে ভাঙনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান কৈলাসহরের বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা।

জানা গেছে, বাঁধ রক্ষায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাটি ভর্তি বস্তা ও সিমেন্টের ব্লক ফেলে অস্থায়ী মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রতি বছর বর্ষা এলেই তড়িঘড়ি করে বাঁধ সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়, কিন্তু স্থায়ী সমাধানের কোনও ব্যবস্থা করা হয় না।

পরিদর্শন শেষে বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "বর্ষা আসার পরেই বাঁধ সারাই করার কথা মনে পড়ে। বাঁধের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। শুধু বালুর বস্তা ফেলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। দ্রুত স্থায়ী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"

এদিকে, টানা বৃষ্টিতে এলাকার বহু নিম্নাঞ্চল ইতিমধ্যেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, বাঁধ ভেঙে গেলে আরও বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

দক্ষিণ জেলায় ঝড় বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ২৫০ জনকে বিভিন্ন সহায়তা করা হয়েছে: জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: গত ২৭ এপ্রিল থেকে আজ পর্যন্ত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ঝড় বৃষ্টির ফলে ২৫০ জনেরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে ২০ লক্ষ টাকারও বেশি। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী জেলায় ৫৮৭টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৭টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঝড়ে উপড়েপড়া গাছ অপসারণ করে ৮৬টি রাস্তা পুনরায় চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মো: সাজাদ পি আজ একথা জানান।

জেলাশাসক জানান, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় প্রায় ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়েছে। প্রায় ২০০টি উপড়েপড়া গাছ, ৫০০ এর বেশি বিদ্যুৎ এর ভাঙ্গা খুটি, ক্ষতিগ্রস্ত ট্রান্সফরমার এবং প্রায় ২৪ কিলোমিটার বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইন মেরামত করা হয়েছে।

নয় দফা দাবিতে মহাকরণ অভিযানে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: বিএমএস অনুমোদিত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা সংঘের উদ্যোগে বুধবার নয় দফা দাবিকে সামনে রেখে আগরতলায় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন আগরতলার আস্তাবল ময়দান থেকে একটি রেলি বের হয়ে সার্কিট হাউস এলাকায় গিয়ে জমায়েত হয়। পরে সেখান থেকে সংঘের এক প্রতিনিধি দল মহাকরণে গিয়ে সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিবের নিকট ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দীর্ঘদিন ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সরকার তাঁদের ন্যায্য দাবি পূরণে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের নিয়মিতকরণ, অবসরকালীন পেনশন চালু করা এবং অবসরের সময় এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান।

এছাড়াও কর্মীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবিও তুলে ধরা হয়।

ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ বলেন, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলেও তাঁদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা এখনও নিশ্চিত হয়নি। তাই অবিলম্বে দাবি পূরণে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা। সংগঠনের হুঁশিয়ারি, দ্রুত দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা।

লংতরাইভ্যালি মহকুমায় ঝড়, বৃষ্টি সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালি, ২৯ এপ্রিল: গত সোমবার ২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে লংতরাইভ্যালি মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় প্রচন্ড ঝড়, বৃষ্টি এবং বজ্রপাত আঘাত হানে। এই ভয়াবহ দুর্যোগে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি একজনের প্রাণহানি ঘটেছে। নেপালটিলায় থাইয়া রায় রিয়াং-এর স্ত্রী রাজান্তি রিয়াং ঝড়ের সময় বজ্রপাতে আঘাত পেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মহকুমা প্রশাসন শোক সন্তপ্ত পরিবারকে তাৎক্ষণিক অর্নবর্তী ত্রাণ হিসেবে ২০,০০০ টাকা প্রদান করেন।

এই দুর্যোগে পাটুয়া পাড়া, বিদ্যাজয় পাড়া, বিএলকে পাড়া, হরিমোহণ রিয়াং পাড়া, ধনকা রায় পাড়া, বিষ্ণু দাস পাড়া, পাঙ্গুরাম পাড়া এবং এসকে পাড়া সহ একাধিক এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। লংতরাইভ্যালি মহকুমা প্রশাসনের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী মোট ৭৬টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ মাত্রা নিরূপণে মাঠ পর্যায়ে মূল্যায়ণ করছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ প্রদান, স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার এবং তাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

কালবৈশাখীর পর অন্ধকারে শান্তিরবাজার, বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতিতে ক্ষোভ বাসিন্দাদের

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: কালবৈশাখীর তাণ্ডবের জেরে বিদ্যুৎ পরিষেবা ভেঙে পড়েছে শান্তিরবাজারের বিস্তীর্ণ এলাকায়। একাধিক জায়গায় এখনও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকায় চরম ভোগান্তির শিকার সাধারণ মানুষ।

শহরের পুর পরিষদের ৩ নম্বর ওয়ার্ড এবং শান্তিরবাজার পূর্ত দপ্তরের ডাকবাংলো কোয়ার্টার কমপ্লেক্সে বিদ্যুৎ না থাকায় বাসিন্দাদের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, ওই কোয়ার্টার কমপ্লেক্সে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের বহু চিকিৎসক পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করেন। চিকিৎসকেরা নিয়মিতভাবে পরিষেবা দিয়ে গেলেও তাঁদের পরিবার বিদ্যুৎহীন অবস্থায় নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

বিদ্যুৎ না থাকায় পানীয় জলের সরবরাহও ব্যাহত হচ্ছে। শহরের অধিকাংশ এলাকায় জল পেতে হাহাকার পড়ে গেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বারবার বিদ্যুৎ দপ্তরে যোগাযোগ করেও কোনও সদুত্তর মিলছে না। অনেক সময় ফোন করলেও দপ্তরের কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ।

বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, বৃষ্টির অজুহাতে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। দপ্তরের এসডিও থেকে শুরু করে অন্যান্য কর্মীদের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবিতে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাজুড়ে।

এখন দেখার বিষয়, পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং কবে নাগাদ স্বাভাবিক হয় বিদ্যুৎ পরিষেবা।

ধর্মনগরে চুরির ঘটনায় পুলিশের বড় সাফল্য, গ্রেপ্তার আরও এক অভিযুক্ত

ধর্মনগর, ২৯ এপ্রিল: ধর্মনগরের কলেজ রোড সংলগ্ন সাম্প্রতিক চুরির ঘটনার তদন্তে বড় সাফল্য পেল ধর্মনগর থানার পুলিশ। পূর্বে গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্ত কম্পু শুক্ল দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ আরও একটি চুরির ঘটনার তথ্য জানতে পারে এবং এই ঘটনায় জড়িত আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৯ ও ১০ তারিখের মধ্যে ধর্মনগরের দিঘলবাক এলাকায় একটি চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। তদন্তে উঠে আসে, এই ঘটনায় কম্পু শুক্ল দাসের সঙ্গে জড়িত ছিল তার সহযোগী সঞ্জয় দাস (৩৫)। তার বাড়ি উত্তর হুরুয়া এলাকায় এবং পিতার নাম সুশীল দাস।পরে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ সঞ্জয় দাসকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সঞ্জয় দাস পুলিশকে জানায়, চুরি করা সামগ্রী চন্দ্রপুর এলাকার এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। সেই সূত্র ধরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে চুরি হওয়া বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্ত সঞ্জয় দাসকে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আদালতে পাঠানো হবে। পাশাপাশি এই চুরির চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধর্মনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

পুষ্পবন্ত প্রাসাদে হোটেল নির্মাণের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: পুষ্পবন্ত প্রাসাদে টাটা গ্রুপে আধুনিক হোটেল নির্মাণের বিষয়ে টিএফটিআই এর ওয়ার রুমে আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহার সভাপতিত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ইন্ডিয়ান হোটেল কোম্পানী লিমিটেডের এরিয়া ডিরেক্টর এবং জেনারেল ম্যানেজার জয়ন্ত দাস হোটেল নির্মাণের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিস্তারিত অবহিত করেন।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী হোটেল নির্মাণের কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন। হোটেলের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় রাজ্যের উৎপাদিত রাবার কাঠ এবং বাঁশ-বেতের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহারের জন্য পরামর্শ দেন। হোটেলে প্রচলিত বিদ্যুৎ ব্যবস্থার পাশাপাশি সৌরশক্তি ব্যবহার করার জন্যও পরামর্শ দেন। আলোচনা সভায় অর্থসচিব অপূর্ব রায়, পূর্ত ও স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব টি কে ডার্লং, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা অনিরুদ্ধ রায়, নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা মেঘা জৈন, টুডার কমিশনার মিহিরকান্তি গোপ সহ আইএইচসিএল"র সদস্যগণও উপস্থিত ছিলেন।

পাঁচ দফা দাবিতে শ্রম দপ্তরে ডেপুটেশন ত্রিপুরা ইটভাটা শ্রমিক ইউনিয়নের

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল: ইটভাটা শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি-দাওয়া তুলে ধরে বুধবার শ্রম দপ্তরের কার্যালয়ে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করল ত্রিপুরা ইটভাটা শ্রমিক ইউনিয়ন। পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ-এর শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ সহ ইউনিয়নের অন্যান্য সদস্যরা। এদিন শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার, মজুরি ও মৌলিক সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি তুলে ধরা হয় শ্রম দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে।

নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, রাজ্যের বিভিন্ন ইটভাটায় কর্মরত শ্রমিকরা এখনও ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

দুই সন্তানকে রেখে নিখোঁজ গৃহবধূ মহিলা থানায় মামলা

খোয়াই, ২৯ এপ্রিল: উত্তর চেবরী এলাকায় এক গৃহবধূর নিখোঁজ হওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, ১৬ বছরের সংসার ও দুই সন্তানকে রেখে ওই গৃহবধূ এক যুবকের সঙ্গে চলে গেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, উত্তর চেবরী এলাকার বাসিন্দা গৌতম রুদ্র পালের সঙ্গে প্রায় ১৬ বছর আগে পিঙ্কি দাসের বিবাহ হয়। তাঁদের দুই ছেলে সন্তান রয়েছে। বড় ছেলে নবম শ্রেণিতে এবং ছোট ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে।

অভিযোগ, গত বুধবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ বাজারে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান পিঙ্কি দাস। কিন্তু সারাদিন কেটে গেলেও তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। পরে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কোনও সন্ধান না পেয়ে খোয়াই মহিলা থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়।

স্বামী গৌতম রুদ্র পাল দাবি করেন, কিছুদিন ধরেই তাঁর স্ত্রী এক যুবকের সঙ্গে মোবাইল ফোনে নিয়মিত কথা বলতেন। পরে তিনি জানতে পারেন, ওই যুবকের সঙ্গেই তাঁর স্ত্রী চলে গেছেন বলে সন্দেহ করছেন তিনি।

পরিবারের আরও অভিযোগ, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় পিঙ্কি দাস ঘরে থাকা বন্ধন, উজ্জীবন ও অন্যান্য সমিতি থেকে নেওয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা এবং কিছু স্বর্ণালঙ্কার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন।

বর্তমানে দুই সন্তানকে নিয়ে অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন গৌতম রুদ্র পাল। তিনি সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরে আসার আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর অভিযোগ, খোয়াই মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট খবর পাননি তিনি। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খোয়াই মহিলা থানার পুলিশ।

জল-বিদ্যুৎ সংকট ও বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে ধর্মনগরে কংগ্রেসের ডেপুটেশন

ধর্মনগর, ২৯ এপ্রিল: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমায় দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা জল ও বিদ্যুৎ সংকটকে কেন্দ্র করে সরব হলো কংগ্রেস। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের বিষয় তুলে ধরে বুধবার ধর্মনগর মহকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন দলীয় নেতৃত্বরা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য চয়ন ভট্টাচার্য সহ ধর্মনগর জেলা কংগ্রেসের একাধিক নেতা-কর্মী।

ডেপুটেশন প্রদানকালে কংগ্রেস নেতারা অভিযোগ করেন, ধর্মনগরের শহরতলি এলাকার বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত পানীয় জলের সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ পরিষেবাও অত্যন্ত অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।

কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, গরমের সময়ে জল ও বিদ্যুৎ সংকট আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। বহু এলাকায় দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে।

এছাড়াও ধর্মনগর-কৈলাশহর সড়কের দেওয়ানপাশা এলাকার বেহাল রাস্তার বিষয়টিও ডেপুটেশনে তুলে ধরা হয়। রাস্তার খানাখন্দ ও জরাজীর্ণ অবস্থার কারণে প্রতিদিন দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন নেতারা। দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবিও জানানো হয় প্রশাসনের কাছে। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতারা শাসক দলকে কটাক্ষ করে বলেন, "উন্নয়নের বড় বড় দাবি করা হলেও বাস্তবে সাধারণ মানুষ মৌলিক পরিষেবা থেকেও বঞ্চিত।"মহকুমাশাসকের কাছে জমা দেওয়া ডেপুটেশনে দ্রুত সমস্যাগুলির সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের আশা, প্রশাসনের হস্তক্ষেপে দ্রুত জল, বিদ্যুৎ ও রাস্তার সমস্যার সমাধান হবে এবং স্বাভাবিক পরিষেবা ফিরবে ধর্মনগরে।

দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক, পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৯ এপ্রিল: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় গত কয়েকদিনের প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির ফলে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলায় দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক মোঃ সাজাদ পি ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি জানান, জেলাজুড়ে দ্রুত ত্রাণ ও পুর্বাসনের কাজ শুরু হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জেলাশাসক জানান, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে দ্রুত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে মাঠপর্যায়ের সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। তিনি জানান বিলোনীয়া, শান্তিরবাজার এবং সাব্রুম মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় বাড়িঘর, সরকারি পরিকাঠামো ও জনপরিষেবা ব্যবস্থার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে বিশেষ দল কাজ করছে। পাশাপাশি, ফসল ও গবাদি পশু পাখীর ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়নের জন্যও পৃথক সমীক্ষা চালানো হচ্ছে, যাতে ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা যায়। বিদ্যুৎ পরিষেবা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ৪০টিরও বেশি দল প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। ভাঙা বৈদ্যুতিক খুঁটি ও উপড়ে পড়া গাছপালার কারণে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হলেও দ্রুত তা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

এছাড়া, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার, আপদা মিত্র, টি এস আর, পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দুর্যোগ মোকাবিলার কাজ এগিয়ে চলেছে। তিনি আরও জানান এখন পর্যন্ত ৮৬ টি ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে রাস্তা পরিষ্কার করে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। জেলা জরুরি অপারেশন কেন্দ্র সম্পূর্ণ সক্রিয় রয়েছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে ইতিমধ্যে ২৩১টিরও বেশি কল গ্রহণ করা হয়েছে। জরুরি পরিষেবা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তিনি জানান প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল নাগরিকগণকে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার পাশাপাশি যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে নিকটস্থ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

পশুপালন দপ্তরের সহায়তায়, বক্সনগরের আলকাস, আজোলা ঘাস চাষ করে, স্বাবলম্বন হওয়ার পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৯ এপ্রিল: গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদকে, শক্তিশালী, সমৃদ্ধ এবং স্বাবলম্বন হওয়ার, বেঁচে বাড়া একমাত্র রাস্তা হল পশুপালন। যা বেকারত্ব জীবন গুছিয়ে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো সম্ভব। তার এই অংশ হিসেবে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পশুপালন বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন স্কিম হাতে নেওয়া হয়েছে।

ফটাস স্কিমের মাধ্যমে আজোলা ঘাস চাষ করে, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি শুকরের খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন মেটায়। তেমনি বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত আশা বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আলকাস মিয়া আ জোলা ঘাস চাষের মাধ্যমে, বক্সনগর পশু দপ্তরের আর্থিক সহায়তা, ৩৬ টি উন্নত প্রজাতির ছাগল, এবং বারটি উন্নত মানের গরু বর্তমানে পালনপোষন করছেন।

২৭/৪/২৬, ডাক্তার শোলাঙ্কি সরকার, আলকাস মিয়ার বাড়িতে পরিদর্শনে যান, তখনই তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে খুশির মাধ্যমে বক্সনগর ভেটেনারি অফিসের ডাক্তার শোলাঙকী সরকার মহোদয়ের নিকট বলেন সরকারের মহৎ উদ্যোগ কে আমি স্বাগত জানাই, এবং আপনাদের মাধ্যমে আমার পরিবার নিয়ে বাঁচাবারার স্বাবলম্বন হওয়ার রাস্তা খুঁজে পেলাম। ডঃ শোলাঙ্কি সরকার, আজোলা ঘাসের উপকারিতা সম্পর্কে ধারণা দেন আল কাসমিয়া কে তিনি বলেন আজোলা একটি ক্ষুদ্র জলজ ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদ যা জলের উপর ভাসমান থাকে এবং জলের উপরই জন্মায়। এটি অত্যন্ত পুষ্টিগুণে ভরপুর এবং দ্রুত বর্ধনশীল, যার ফলে পশু পাখির খাদ্য হিসেবে ব্যাপক ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে কম খরচ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করে ঘাস চাষ করে, পুষ্টিকর খাদ্যের উৎস হিসেবে আজোলার গুরুত্ব দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অজোলা ঘাসের মাধ্যমে ২০ু থেকে ২৫ু পার্সেন্ট প্রোটিন থাকে। বিটা ক্যারুটিন, তাছাড়া ভিটামিন, এ, বি, টুয়েলভ, ক্যালসিয়াম ফসফরাস আয়রন, এমিনো, এসিড এই পুষ্টিগুণগুলি গবাদি পশু হাঁস মুরগির স্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অজোলা ঘাস গবাদি পশুদের দুধ বৃদ্ধি, এবং ওজন বৃদ্ধি করে, হজম প্রক্রিয়াতে সাহায্য করে। এমনকি খাদ্য উৎপাদনে খরচ অনেক কম ও সহজ উপায়। চাষের পদ্ধতি হিসেবে সাধারণত ছোট পুকুর বা ট্যাংকির মাধ্যমে অথবা প্লাস্টিকের সিট দিয়ে গর্ত করে ঘাস চাষ করা সম্ভব।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas